কালজয়ী গল্প সংকলন • পূর্ণাঙ্গ অমনিবাস সমগ্র

বাংলার অদ্ভুত রূপকথা
ও গল্পের ঝাঁপি

লোকগাথা, ব্যঙ্গ-কৌতুক, গ্রামীণ কিংবদন্তি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও পৌরাণিক আখ্যানের মহামিলন

❦ ❖ ❦

গ্রন্থ রচয়িতা ও সংকলক

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

এম.এস.এস (মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ডিজিটাল উন্মুক্ত সংস্করণ • Archive.org প্রকাশনা

বাংলার অদ্ভুত রূপকথা ও গল্পের ঝাঁপি: সমগ্র

সর্বমোট ৫৮টি বিচিত্র ও মনোমুগ্ধকর গল্পের প্রামাণ্য সংকলন

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

এম.এস.এস (মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

❖

বইয়ের নাম:	বাংলার অদ্ভুত রূপকথা ও গল্পের ঝাঁপি (সমগ্র)
লেখক ও সংকলক:	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান (Md. Anisur Rahman)
লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা:	এম.এস.এস (মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স), ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
বইয়ের ধরন:	লোকগাথা, কল্পবিজ্ঞান, রূপকথা, নীতিগল্প ও পৌরাণিক আখ্যান
মূল সিরিজ সংকলন:	১. বাংলার অদ্ভুত রূপকথা ২. গল্পের ঝাঁপি
উন্মুক্ত সংরক্ষণাগার:	ইন্টারনেট আর্কাইভ (Archive.org) ওপেন লাইব্রেরি কালেকশন
ভাষা:	বাংলা (Bengali)
সংস্করণ প্রকাশকাল:	২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ (ডিজিটাল সংকলন সংস্করণ)
স্বত্ব ও বণ্টন:	লেখক কর্তৃক পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় উৎসর্গীকৃত

উৎসর্গ

বাঙালির মাটির গন্ধমাখা চিরায়ত লোকগাথা,
দাদী-নানীর রূপকথার মিষ্টি সন্ধ্যা,
আমাদের সমৃদ্ধ গ্রামবাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য
এবং বিশ্বের সকল অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তচিন্তার গল্পপ্রেমী পাঠকদের করকমলে—

— মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

লেখকের কথা ও ভূমিকা

❖ ❖ ❖

প্রিয় সুধী ও সহৃদয় পাঠক,

আমাদের চারপাশের অতি চেনা প্রকৃতি, গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষ এবং তাদের জীবনযাপনের বিচিত্র স্বভাবের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রূপকথার অফুরন্ত উপাদান। ছোটবেলায় আমরা যেমন মায়াবী চাঁদের আলোয় উঠোনে বসে দাদী-নানীর কাছে রূপকথার গল্প শুনে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতাম, সেই নস্টালজিয়া, নির্মল হাস্যরস এবং গভীর জীবনবোধের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে এই দুই গ্রন্থমালার সুবিশাল ক্যানভাস।

আমার রচিত ও সংকলিত 'বাংলার অদ্ভুত রূপকথা' এবং 'গল্পের ঝাঁপি'—এই দুই জনপ্রিয় সিরিজকে এক মলাটে আবদ্ধ করে তৈরি করা হলো এই পূর্ণাঙ্গ সমগ্রটি। ইন্টারনেটের বিশ্বজনীন উন্মুক্ত সংরক্ষণাগার **Archive.org**-এ সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অবাধ পাঠের উপযোগী করে এটি প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

এই সংকলনটিতে গল্পগুলোকে চারটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

১. প্রথম খণ্ড (লোকগাথা, ব্যঙ্গ-কৌতুক ও নীতিকথা): মানুষের বিচিত্র দুর্বলতা ও প্রবাদের পেছনের রসাত্মক কাহিনি। পিঁপড়ার অদ্ভুত মুসলমানির চেষ্টা, মশার রক্তের লিপস্টিক পরার বিচিত্র শখ, ধূর্ত শিয়ালকে বোকা বানানো মোরগের বীরত্ব, কিংবা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতো প্রচলিত প্রবাদের গভীর অর্থ এই অংশে প্রাণ পেয়েছে।

২. দ্বিতীয় খণ্ড (চুয়াডাঙ্গা ও বেলগাছির লোকশ্রুতি ও আঞ্চলিক উপাখ্যান): চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমি, বেলগাছি খালের অলৌকিক বাসন ভেসে ওঠার লোকগাথা, বড় পুকুরের করুণ ইতিহাস, গোলবাগানের কুবের ঠাকুরের অন্তর্ধান রহস্য এবং ইসলাম শাহ ওরফে শাইজির বৈচিত্র্যময় জীবন এখানে স্থান পেয়েছে।

৩. তৃতীয় খণ্ড (মায়াবী রূপকথা, রোমাঞ্চ ও কল্পবিজ্ঞান): মহাকাশের শেষ আলো, প্রোজেক্ট ফিনিক্সের আজানু, সময়-চোর ও পুরোনো ঘড়ির শহর, জোনাকিদের কান্না, এথারিয়ার চিরন্তন অগ্নি, চন্দ্রলোকে রক্তপাত এবং জেমিনি-৭ মহাকাশযানের ভিনগ্রহের প্রেম—কল্পনা ও রোমাঞ্চের এক অনন্য বিস্তার।

৪. চতুর্থ খণ্ড (পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আখ্যান): হযরত সুলাইমান (আ.) ও রানী বিলকিস, প্রজ্ঞাবতী পিঁপড়া রানী, মানব সৃষ্টির সূচনা এবং আদি যুগের জিনদের ইতিবৃত্ত—যা মানুষের মনকে আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

হাস্যরসের আবরণে গল্পগুলোর গভীরে লুকিয়ে রয়েছে অহেতুক অহংকার ত্যাগ, বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখা, লোভের বিষময় ফল এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শাশ্বত শিক্ষা। আশা করি, ছোট-বড় সকল বয়সের পাঠকের কাছেই এই বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা আনন্দের খোরাক এবং চিন্তার রসদ জোগাবে। আপনাদের সহৃদয় ভালোবাসাই আমার এই সাহিত্যসাধনার পরম সার্থকতা।

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
এম.এস.এস (মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

❖ ❖ ❖

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা, ব্যঙ্গ-কৌতুক ও নীতিগল্প (১–৩০)

দ্বিতীয় খণ্ড: আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি (৩১–৩৫)

তৃতীয় খণ্ড: মায়াবী রূপকথা, রোমাঞ্চ ও কল্পবিজ্ঞান (৩৬–৫৩)

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আখ্যান (৫৪–৫৮)

প্রথম খণ্ড

লোকগাথা, ব্যঙ্গ-কৌতুক ও নীতিগল্প

গ্রামীণ চিরায়ত রূপকথা, প্রাণীদের মজার কীর্তিকলাপ, মানুষের স্বভাবের বৈচিত্র্য ও প্রচলিত প্রবাদের অন্তর্নিহিত জীবনশিক্ষা।

গল্প ১ • হাস্যরস ও অভিজ্ঞতা

১. ব্যাঙের সর্দি

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

সুনীল গভীর জঙ্গলের এক কোণে ব্যাঙদের বিশাল এক পরিবারের সাথে বাস করত। ব্যাঙদের এই পরিবারে ছিল মা-বাবা, কুনো ব্যাঙ এবং আরো অনেক ছোট ছোট ব্যাঙের ছানা। ব্যাঙদের মধ্যে সুনীল ছিল সবচেয়ে হাসিখুশি এবং চঞ্চল। কিন্তু ইদানিং সুনীল বড্ড চুপচাপ হয়ে গেছে। তার একটাই সমস্যা, সে সারাক্ষণ কেশেই চলেছে।

"কফফফফ কফফফফফ," সুনীল কাশতে কাশতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত। পরিবারের মুরব্বিরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপায়ে তার কাশি থামানোর চেষ্টা করল। গাছের পাতা, শেকড়, এমনকি পুকুরের পানা খাইয়েও কোনো লাভ হলো না। সুনীলের কাশি যেন থামার নামই নিচ্ছিল না।

একদিন তাদের বাড়িতে এক অভিজ্ঞ কুনো ব্যাঙের আগমন হলো। সে ছিল অনেক চতুর এবং জ্ঞানী। সুনীলের কাশি শুনে সে এগিয়ে এলো। কুনো ব্যাঙ সবকিছু শুনে গম্ভীর গলায় বলল, "আরে বাবা! এটা তো দেখছি সর্দি! আমি তো মানুষের ঘরে থাকি, তাই আমি ভালো করেই জানি মানুষের যখন এমন হাঁচি-কাশি হয়, তখন তারা একে সর্দি বলে।"

"তাহলে এর ওষুধ পাব কোথায়?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সুনীলের মা।

কুনো ব্যাঙ মুচকি হেসে বলল, "আমি মানুষের ঘর থেকে চুরি করে আনব। কোনো চিন্তা করো না!"

যেমন কথা তেমন কাজ! কুনো ব্যাঙ রাতের অন্ধকারে মানুষের বাড়ি থেকে এক পাতা হিস্টাসিন ট্যাবলেট নিয়ে এলো। কিন্তু সমস্যা হলো, ব্যাঙেরা তো জানে না ওষুধ কীভাবে এবং কতটুকু খেতে হয়। সুনীল তখনো কেশে চলেছে, "কফফফফ কফফফফফ!" কুনো ব্যাঙ সাহসের সাথে বলে উঠলো, "আরে! সব খেয়ে নে! মানুষেরা এভাবেই খায়!"

সুনীল এক নিশ্বাসে পুরো এক পাতা হিস্টাসিন গিলে ফেলল। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। মুহূর্তের মধ্যে সুনীলের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। শরীরটা কেমন যেন অবশ ও ঝিমঝিম করতে শুরু করল। সে টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল। তার কাশি তো দূরে থাক, সে নড়াচড়াও বন্ধ করে দিল!

সবাই ভয় পেয়ে গেল। কুনো ব্যাঙও ঘাবড়ে গেল। সে জানত না যে মানুষের ওষুধ ব্যাঙদের ক্ষুদ্র শরীরের জন্য এত শক্তিশালী হতে পারে। তারা দ্রুত সুনীলকে নিয়ে পুকুরে গেল এবং বারবার জলে ডুবিয়ে তার মুখ থেকে ওষুধ বের করার চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে সুনীলকে স্বাভাবিক করা গেল, তবে সেদিনের পর থেকে সুনীল কাশির নাম শুনলেই ভয়ে দু'কদম পিছিয়ে যেত!

> **শিক্ষা:** না জেনে বা না বুঝে কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রাণঘাতী হতে পারে। অল্পবিদ্যা সবসময়ই ভয়ংকর!

❦ ❦ ❦

গল্প ২ • বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল

২. ভূতের মেকআপ

এক গভীর রাতে এক ভূতের অদ্ভুত এক শখ হলো মেকআপ করার। যেমন তেমন মেকআপ নয়, একেবারে সুন্দর ও চকচকে মেকআপ! কিন্তু ভূত তো আর মেকআপ করতে জানে না, আর তাকে মেকআপ করে দেবেই বা কে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে গ্রামের এক নিঃসঙ্গ নাপিতের সন্ধান পেল।

নাপিত বেচারা সারা জীবন মানুষের চুল কেটেছে, দাড়ি কামিয়েছে। মেকআপের "ম"-ও সে জানে না। ভূতের এই আজব আবদার শুনে প্রথমে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং কিছুতেই রাজি হতে চাইল না। কিন্তু ভূত যখন তার রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর চোখ দুটো বড় বড় করে রক্ত জল করা গর্জন দিল, নাপিতের কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। উপায় না দেখে প্রাণের ভয়ে সে রাজি হয়ে গেল।

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে ভূতের সামনে বসল। তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা—কীভাবে এই ভূতের হাত থেকে চিরতরে বাঁচা যায়! হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো। সে ভাবল, এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে ভূত আর কখনো তার কাছে মেকআপের জন্য ফিরে না আসে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ! নাপিত একটি ধারালো ক্ষুর আর গোপনে কিছু লবণ ও গুঁড়ো মরিচ নিয়ে বসল। ভূত অবাক হয়ে দেখছে কী হয়। নাপিত অত্যন্ত সাবধানে ভূতের একদিকের চামড়া ক্ষুর দিয়ে হালকা তুলে ফেলল এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে লবণ আর ঝাল লঙ্কা গুঁড়ো ডলে মাখিয়ে দিল।

"উফফফ! বাপ রে বাপ! জ্বলে গেল! মরে গেলাম রে!"—ভূত তীব্র যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল।

নাপিত মুখে এক বিজয়ী হাসি নিয়ে শান্ত গলায় বলল, "আরে ভাই ভূত সাহেব! মেকআপ তো এমনই হয়! সুন্দর হতে গেলে একটু কষ্ট তো সহ্য করতেই হয়!"

ভূতের সে কি কান্না আর লাফালাফি! ব্যথায় আর রাগে সে তখন দিশেহারা হয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। মেকআপ করার শখ তার চিরতরে উবে গেল। নাপিতও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভূত সেদিন থেকে আর কোনোদিন কোনো নাপিতের দোকানের ত্রিসীমানায় পা দেয়নি, আর নাপিতও নিশ্চিত হলো যে ভূত আর তাকে জ্বালাতন করতে আসবে না!

> **শিক্ষা:** উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মাধ্যমে মহাশক্তিশালী শত্রুকেও পরাস্ত করা সম্ভব।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩ • ব্যঙ্গ ও কৌতুক

৩. পিঁপড়ার মুসলমানি

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদিন এক গাঁয়ের বালকের মহা ধুমধামে খৎনা বা মুসলমানি অনুষ্ঠান দেখে এক ভাবুক পিঁপড়া মনে মনে ভাবল, "মানুষেরা যদি এত সুন্দর করে মুসলমানি দিয়ে ধার্মিক হতে পারে, তবে আমি কেন পারব না? আমিও মুসলমান হব! আমিও মুসলমানি দেব!" কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—একটি পুঁচকে পিঁপড়ার জন্য উপযুক্ত হাজাম (খাৎনাকারী ওস্তাদ) কে হবে?

পিঁপড়া বনে-জঙ্গলে অনেক খুঁজে শেষমেশ চুলচুলেকে (এক ধরনের ছোট্ট পোকা) তার হাজাম বানালো। চুলচুলে পোকা জীবনে কখনো খৎনা করা তো দূরের কথা, কোনো অস্ত্র হাতেই নেয়নি। কাজের কথা শুনে ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছিল। পিঁপড়াটি আরাম করে মাটিতে শুয়ে পড়তেই চুলচুলে ভাবল, "খাতনা মানে তো শরীরের কিছু একটা অংশ কাটতে হবে!" কিন্তু সে তো মূর্খ, জানে না ঠিক কোন অংশ কাটতে হয়।

ব্যস, অজ্ঞতার বশে সে পিঁপড়ার গোপন অঙ্গের মূল স্থানটি খুঁজে ভুলবশত পুরো অণ্ডকোষটাই কচাত করে কেটে ফেলল! যন্ত্রণায় পিঁপড়া আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আই বাপ রে! ওরে চুলচুলে, এটা কী সর্বনাশ করলি তুই? আমি মুসলমান হব বলেছিলাম, তুই তো আমাকে একেবারে নপুংসক বানিয়ে দিলি!"

চুলচুলে পোকা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাই, আমি তো জীবনে প্রথমবার করছি! তুমি তো আগে বলোনি মুসলমানিতে ঠিক কী কাটতে হয়?"

পিঁপড়া প্রচণ্ড কষ্টে ছটফট করতে করতে বলল, "ওরে মহামূর্খ! মুসলমানিতে বাড়তি চামড়া কাটতে হয়, মূল অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় না!"

চুলচুলে আবার জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু যা চলে গেছে তা কি আর ফেরে? শেষে পিঁপড়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, "যাও বাপু, তুমি পালাও! আমার দ্বারা আর মুসলমানি দেওয়া হলো না!" এভাবেই পিঁপড়ার সাধের মুসলমানির স্বপ্ন চিরতরে ভেস্তে গেল, আর চুলচুলে পোকা আজও লোকলজ্জায় কাউকে খৎনা করানোর সাহস পায় না!

> **শিক্ষা:** অদক্ষ ও আনাড়ি মানুষের ওপর জটিল কাজের দায়িত্ব দিলে উপকারের চেয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতিই বেশি হয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪ • নীতিকথা ও বন্ধুত্ব

৪. মশা ও পিঁপড়ার অদ্ভুত বন্ধুত্ব

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

এক সময়ের কথা, এক মশা আর এক পিঁপড়ার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ভারী অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব। তারা সারাদিন বনে-বাদাড়ে একসাথে ঘুরে বেড়াতো, নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করত। একদিন মশার মাথায় এক আজব খেয়াল চাপল—সে মানুষের নারীদের মতো নিজের পাতলা ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিক লাগাতে চায়! কিন্তু সমস্যা হলো, বনের মশার তো আর লিপস্টিক কেনার পয়সা বা দোকান নেই!

হঠাৎ মশার চোখে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে পিঁপড়াকে ডেকে বলল, "বন্ধু! আমি তো প্রতিদিন মানুষের তাজা রক্ত খেয়ে আসি। সেই রক্ত দিয়েই যদি আমার ঠোঁট রাঙাই, তবে তো চমৎকার লিপস্টিক হবে! কিন্তু মুশকিল হলো, রক্ত তো আমার পেটের ভেতর জমা আছে—সেটা বের করব কীভাবে?"

পিঁপড়া তখন বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে ভাবল। তারপর বলল, "কোনো ভাবনা নেই বন্ধু! আমার দাঁত কাঁচির চেয়েও ধারালো। আমি তোমার পেটটা একটু কেটে রক্ত বের করে ঠোঁটে মাখিয়ে দিচ্ছি!"

মশা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, "কিন্তু পেট কেটে দিলে তো আবার সেলাই করতে হবে, নইলে মরে যাব!"

পিঁপড়া চওড়া হাসি দিয়ে বলল, "আরে, তোমার নিজের পাগুলোই তো সুতোর মতো চিকন! তোমার একখানা পা কেটে সেটা দিয়েই পেট সেলাই করে দেব!"

মশার উৎসাহ তখন চরমে। সে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। পিঁপড়া তার ধারালো দাঁত দিয়ে মশার পেট কেটে রক্ত বের করে তার ঠোঁটে লিপস্টিকের মতো মাখিয়ে দিল। তারপর মশার একটি পা কেটে সেটা দিয়ে পেট সেলাই করতে লাগল। কিন্তু হায়! সেলাই করতে গিয়ে দেখা গেল সুতো কম পড়ছে। তখন একে একে মশার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সবকটি পাই কেটে শেষ করে ফেলা হলো! ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো—সব পা হারিয়ে এবং পেট কেটে মশাটি নিস্তেজ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল।

পিঁপড়া তখন মাথা চাপড়ে অনুতপ্ত হয়ে ভাবল, "হায় খোদা! বন্ধুকে ফ্যাশন শেখাতে গিয়ে আমি নিজের হাতেই তাকে মেরে ফেললাম!"

> **শিক্ষা:** বন্ধুত্বের নামে অযৌক্তিক জেদ এবং অহেতুক ঝুঁকির ফলাফল কখনো শুভ হয় না। অন্ধ উৎসাহ ডেকে আনে চরম সর্বনাশ।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫ • চতুরতা বনাম প্রজ্ঞা

৫. বুদ্ধিমান মোরগ ও বোকা শিয়াল

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

এক বনে এক বিশাল লাল ঝুঁটিওয়ালা বলিষ্ঠ মোরগ বাস করত। দেখতে সে যেমন রাজকীয়, মনে মনে তার তেমনি বাঘের মতো ভয়। বেশ কিছুদিন ধরে মোরগটি এক অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখছিল—একটা ধূর্ত শিয়াল এসে তাকে মুখে করে হিঁচড়ে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নটা এতটাই জীবন্ত ছিল যে, মোরগ ভয়ে টানা তিন দিন খোপের বাইরেই পা বাড়ালো না। এক পা বাড়ালেই তার বুক কেঁপে উঠত, এই বুঝি ঝোপের আড়াল থেকে শিয়াল মামা লাফ দিয়ে ঘাড় মটকে দিল!

মোরগের ছিল সাতজন ঘরণী। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মুরগি বউটি ছিল যেমন রূপবতী, তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। সে দেখল, বরের ভয়ে ঘরে বসে থাকলে তো আর না খেয়ে মরতে হবে। একদিন সে সোহাগভরে মোরগকে বলল, "ওগো স্বামী, এভাবে কি সারা জীবন খোপের কোণে লুকিয়ে থাকা যায়? আকাশটা কত বড়, বাইরে কত সুস্বাদু খাবার ছড়িয়ে আছে! ডানা ঝাপটে একবার বের হয়েই দেখো না, ভয়কে জয় করতে না পারলে পুরুষ মানুষের জীবনটাই তো বৃথা।"

স্ত্রীর কথায় মোরগের পৌরুষ জেগে উঠল। সে ভাবল, "ঠিকই তো! আমি তো এই খোপের রাজা, শিয়ালকে আমি কেন ডরাবো?" যেই না সে বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে বাইরে বের হলো, অমনি কপাল খারাপ! সামনেই ওত পেতে বসে আছে সেই সাক্ষাৎ যমদূত—এক ধূর্ত শিয়াল।

শিয়ালটি জিভে জল এনে মিটিমিটি হেসে বলল, "আরে মোরগ ভাই! কতদিন পর দেখা! তা কোন বনে লুকিয়ে ছিলে শুনি? আজ বুঝি আমার ভাগ্যে কোনো সুস্বাদু ভোজ জুটল?"

মোরগের তো ভয়ে কলিজা শুকিয়ে হিম হয়ে গেল! কিন্তু ঠিক তখনই ছোট বউয়ের উপদেশ মনে পড়ল—বিপদে বুদ্ধি হারালে মৃত্যু অবধারিত। সে থরথর করে না কেঁপে উল্টো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। শিয়াল তো তাজ্জব বনে গেল! সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাসছ কেন বাপু? মৃত্যুর আগে কি পাগল হলে?"

মোরগ হাসতে হাসতে দম নিয়ে বলল, "আরে শিয়াল ভাই, তুমি কি তবে আজকের বনের তাজা খবরটা পাওনি? আজ সকালেই তো বনদেবতা আকাশবাণীতে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর সব খাঁটি শিয়ালের লেজ এখন থেকে নিরেট সোনার হয়ে যাবে! আমি তো সেটাই দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তোমার লেজটা কি একটু ঝলমল করছে নাকি?"

সোনার লেজ! শিয়ালের লোভে চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। সে ভাবল, মোরগ তো আমার হাতের মুঠোয়, ওটাকে পরেই খাওয়া যাবে, আগে দেখি লেজটা সোনা হয়েছে কিনা! যেই না সে নিজের লেজ দেখার জন্য শরীরটা বাঁকিয়ে পেছনের দিকে তাকাতে গেল, অমনি সেই ভগ্নাংশের সুযোগে মোরগ দিল এক বিশাল উড়াল! চোখের পলকে সে উড়ে গিয়ে মগডালে চড়ে বসল।

শিয়াল নিচে দাঁড়িয়ে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে রাগে নিজের লেজই কামড়াতে লাগল, কিন্তু ততক্ষণে মোরগ নাগালের বাইরে। ওপর থেকে মোরগ বিজয়ের সুরে ডেকে উঠল, "কুঁকড়ো-কুঁ-উ-উ! বুদ্ধি থাকলে বাঘের ঘরেও বাস করা যায়, আর তুমি তো সামান্য লোভী শিয়াল!"

> **শিক্ষা:** উপস্থিত বুদ্ধি ও শান্ত মস্তিষ্ক চরম বিপদের মুহূর্তেও অসম্ভবকে সম্ভব করে জয় ছিনিয়ে আনতে পারে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৬ • সমাজ সংস্কার ও বাস্তবতা

৬. ব্যাঙের বিয়ে বিপত্তি

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

এক বর্ষার দিনে, এক চিন্তাশীল চঞ্চল ব্যাঙ মানুষের সুন্দর বিবাহ অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ভাবল, "আহা! মানুষের সমাজে কী সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলা! একজন আরেকজনকে ভালোবেসে পছন্দ করে, বয়স হলে গুরুজনদের সম্মতিতে বিয়ে করে, শান্তিতে ঘর-সংসার করে। আমাদের ব্যাঙেদের সমাজেও তো এমন সুন্দর সুশৃঙ্খল আইন চালু হওয়া উচিত!"

সেই ব্যাঙটি পুকুরপাড়ে সমস্ত ব্যাঙদের ডেকে এক বিশাল সভা বসাল। সে বক্তৃতা দিয়ে বলল, "শোনো হে জ্ঞাতি ভাইয়েরা, বিয়ে করলে সমাজ সুন্দর হবে! প্রথমত, একজন আরেকজনকে নিয়ে সুখে থাকবে, অযথা বর্ষার রাতে মারামারি ও বিশৃঙ্খলা হবে না। দ্বিতীয়ত, পরিণত বয়সে সন্তান জন্ম নেবে, তাই অপঘাতে কেউ মারা যাবে না। সর্বোপরি, জোরজুলুমের সংস্কৃতি বন্ধ হয়ে এক শান্তির সমাজ কায়েম হবে!"

সবাই হাঁ করে তার কথা শুনল। তখন এক ঝানু বুড়ো ব্যাঙ খুক খুক করে কেশে বলল, "বাপু, তুমি যেহেতু এত বড় সমাজ সংস্কারক হয়েছ, তবে আগে তুমি নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একটি বিয়ে করে দেখাও!"

সংস্কারক ব্যাঙটি সানন্দে রাজি হলো। কিন্তু সমস্যা বাঁধল পাত্রী খুঁজতে গিয়ে। কোনো ব্যাঙ-কন্যা বা তার পরিবার তাকে মেয়ে দিতে চাইল না! সবাই মুখ বাঁকিয়ে বলল, "আমরা তো এই সব মনগড়া নতুন রীতিনীতি মানি না। আদিমকাল থেকে বর্ষার রাতে উন্মুক্ত লাফালাফি আর হুড়োহুড়ি করাই আমাদের স্বভাব!"

ফলাফল হলো চরম হতাশা। আষাঢ়ের অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামতেই সব ব্যাঙেরা পূর্বের মতো উন্মত্ত হুড়োহুড়ি আর হুটোপুটি শুরু করল। কেউ চোট পেল, কেউ মারা গেল। সেই চিন্তাশীল ব্যাঙটি একা পদ্মপাতায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সমাজ বদলানোর আগে মানুষের মনোজগৎ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। একা ভালো নিয়মের কথা বললেই অন্ধ সমাজ তা গ্রহণ করে না!"

> **শিক্ষা:** শতাব্দী প্রাচীন কুপ্রথা বা অন্ধ রীতিনীতি রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও সম্মিলিত মানসিক রূপান্তর।

❦ ❦ ❦

গল্প ৭ • রহস্য ও অদৃষ্টের পরিহাস

৭. ভূতের বেগার

সূর্য তখন মাথার উপরে, শ্রাবণের রুক্ষ মাটি ফেটে চৌচির। আসগর আলী, যার কপালের ভাঁজে বেকারত্বের ক্লান্তি আর চোখের কোণে জমে থাকা বুকভাঙ্গা হতাশা, ঘর্মাক্ত শরীরে গ্রামের মেঠো পথে হাঁটছিল। কতজনের কাছে যে কাজের জন্য হাত পেতেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু অভাবী মানুষকে সবাই অবহেলার চোখে দেখে। পেটের তীব্র ক্ষুধা আর পরিবারের ক্ষুধার্ত মুখগুলো তাকে দিশেহারা করে তুলছিল।

হঠাৎ এক নির্জন বাঁকে, এক বিশাল ছায়াময় বটগাছের নিচে, আসগর এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে দেখতে পেল। পরনে ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়া, মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তির হাসি। বৃদ্ধ আসগরের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন, "কী বাবা, এই চড়া রোদে কোথায় যাচ্ছো?"

আসগর নিজের চরম দুর্দশার কথা খুলে বলল। বৃদ্ধ শুনে বললেন, "কাজের সন্ধান করছো? আমার ওই দূরের ধানি জমিটা অনেকদিন ধরে পতিত পড়ে আছে। জমিটা যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা হাতে চাষ করে দিতে পারো, তবে ভালো পারিশ্রমিক পাবে।" আসগরের চোখে আনন্দের অশ্রু চিকচিক করে উঠল।

"ঠিক আছে," বৃদ্ধ বললেন, "যাও, কাজ করো। সন্ধ্যায় গ্রামের মোড়ে ফজলু মিয়া নামে খোঁজ করলেই আমার বাড়ি পেয়ে যাবে। আমি নিজে তোমার হাজিরা বুঝিয়ে দেব।"

আসগর কালবিলম্ব না করে কোদাল হাতে সেই জমিতে নেমে পড়ল। গনগনে রোদে মাটি কাটতে কাটতে তার পিঠ ভিজে একাকার হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত পেটে অসম্ভব শক্তিতে সে সারাদিন কাজ করে জমিটা সুন্দর করে চাষ করে ফেলল। সন্ধ্যায় সূর্য ডুবতেই সে পরম আনন্দে মজুরির আশায় গ্রামের মোড়ের বাজারে পৌঁছাল।

মোড়ে পৌঁছে আসগর এক চা-দোকানিকে ফজলু মিয়ার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। দোকানদার চোখ কপালে তুলে বললেন, "ফজলু মিয়া? আপনি কোন ফজলু মিয়ার কথা বলছেন?" আসগর বৃদ্ধের নিখুঁত বর্ণনা ও জমির অবস্থান খুলে বলল।

দোকানে বসে থাকা এক প্রবীণ মুরুব্বি চমকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! ফজলু মিয়া তো আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে ওই জমি চাষ করার সময়েই বজ্রপাতে মারা যান! তারপর থেকে ওটা এক ভুতুড়ে পরিত্যক্ত জমি, কেউ ভয়ে ওমুখো হয় না!"

কথাটা শুনতেই আসগরের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তার সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, আশা, ঘাম—সব যেন এক নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সে সারাদিন ভূতের জমি চাষ করেছে! একেই বলে ভূতের বেগার খাটা। শূন্য হাতে, ক্ষুধার্ত পেটে আসগর শুধু একরাশ অলৌকিক বিস্ময় নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

> **শিক্ষা:** যাচাই-বাছাই না করে কারও পরিচয় ও প্রতিশ্রুতির ওপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করলে দিনশেষে কেবল শূন্যতাই জোটে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৮ • লোভ ও আত্মোপলব্ধি

৮. টাকা বিভ্রাট

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

এক গ্রীষ্মের অলস দুপুরে, ঢাকার এক অভিজাত বহুতল ভবনের দশম তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি সামির সাহেব। অর্থ, প্রতিপত্তি, গাড়ি-বাড়ি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার। কিন্তু স্বভাবজাতভাবে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় হিসেবি ও খামখেয়ালি। হঠাৎ

তার চোখ পড়ল নিচে রাজপথের পিচের ওপর রোদে চিকচিক করা এক ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে। ভালো করে তাকাতেই মনে হলো—একটি ফেলে দেওয়া ২৫ পয়সার চকচকে কয়েন!

সামির সাহেবের মতো ধনকুবেরের এই সামান্য পয়সা কুড়ানোর কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু লোভ আর কৌতূহল মানুষের এক আজব ব্যাধি! তিনি ভাবলেন, "পয়সাটা যদি কেউ কুড়িয়ে নেয়? আমি নিজেই নিয়ে আসি!" তিনি তড়িঘড়ি করে লিফটের বোতাম চাপলেন।

পাঁচতলায় এসে লিফট একটু থামতেই জানালার কাঁচ দিয়ে সামির সাহেবের চোখে পড়ল আরেকটা উজ্জ্বল বস্তু। এ তো ২৫ পয়সা নয়, রীতিমতো ৫০ পয়সার কয়েন! তার লোভের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, "আরে বাহ! লাভ তো ভালোই হলো!" এবার তিনি আরও দ্রুত নামার তাগিদ অনুভব করলেন।

দ্বিতীয় তলায় এসে লিফটের গতি ধীর হতেই তিনি নিচে দেখলেন আরেকটা বড় কয়েন—একেবারে জ্বলজ্বলে ৫ টাকার ধাতব কয়েন! সামির সাহেবের হৃদস্পন্দন দ্রুত হতে লাগল। ৫ টাকা কুড়ানোর উন্মাদনায় তিনি লিফটের অপেক্ষায় না থেকে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে দশ তলা থেকে নিচে নেমে রাজপথের পিচের ওপর ঝুঁকে পড়লেন সেই লোভনীয় বস্তুটি তুলতে।

কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই তার মুখের সব রঙ উবে গেল! নিরাশ হয়ে তিনি দেখলেন, সেটা কোনো কয়েন বা টাকা নয়—একটি সাধারণ ফেলে দেওয়া ড্রাইসেল ব্যাটারির পাতলা অ্যালুমিনিয়াম চাটকি! রোদের তীব্র আলোয় সেটা ধাতব কয়েনের মতো জ্বলজ্বল করছিল।

সামির সাহেব এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের জুতো ও কাপড়ের দিকে তাকালেন। কোটিপতি হয়েও সামান্য কয়েনের মোহে পড়ে দশ তলা থেকে ছুটে এসে তিনি নিজেই নিজের কাছে এক হাসির পাত্রে পরিণত হলেন। তিনি বুঝলেন, অতিলোভ মানুষকে কীভাবে অযৌক্তিক ও হাস্যকর কাজের দিকে ঠেলে দেয়।

> **শিক্ষা:** দূরের চকচকে বস্তু সবসময় সোনা হয় না। অহেতুক লোভ মানুষের আত্মমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৯ • প্রকৃতি ও প্রজ্ঞা

৯. ঋষি ও চাষির বৃষ্টির রহস্য

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক শ্যামল গ্রামে বাস করত এক সহজ-সরল কৃষক। তার সমস্ত জীবন ও রুটি-রুজি ছিল আকাশের করুণার ওপর নির্ভরশীল। বর্ষাকাল আসন্ন, কিন্তু আকাশে মেঘের কোনো দেখা নেই। ফসল নিয়ে চরম শঙ্কায় পড়ে কৃষক গ্রামের প্রান্তে সাধনারত এক জ্ঞানী ঋষির কাছে গেল, যার ভবিষ্যৎ গণনার খ্যাতি ছিল চারদিকে।

কৃষক করজোড়ে বলল, "হে মহাত্মা, এবার কি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে? আমি কি ধান চাষ করব?"

ঋষি চোখ বন্ধ করে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "বেনা তলে তলে।"

কৃষক এই কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে নিজের মতো ব্যাখ্যা দাঁড় করাল। সে ভাবল, বেনা ঘাসের শেকড় যেমন মাটির গভীরে যায়, নিশ্চয়ই মুষলধারে প্রবল বৃষ্টি হবে এবং মাটি ভিজে একাকার হবে! এই ভেবে সে এমন ফসল বুনল যার প্রচুর পানির প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মাসের পর মাস কেটে গেল, আকাশে এক ফোঁটা মেঘও জমল না। খরার তীব্র তাপে তার সমস্ত ফসল পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

হতাশ কৃষক আবার ঋষির কাছে গিয়ে অভিযোগ করল, "মহাত্মা, আপনার কথামতো চাষ করে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! এক ফোঁটা বৃষ্টিও তো হলো না!" ঋষি আবারও চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ পর একই বাক্য উচ্চারণ করলেন, "বেনা তলে তলে।"

কৃষক এবার ভাবল, তার মানে বৃষ্টি একেবারেই হবে না, পানির স্তর মাটির নিচে থাকবে। সে এবার এমন শুষ্ক মৌসুমের ফসল বুনল যার সামান্য পানিও সহ্য হয় না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ফসল বোনার তিন দিন পরই আকাশ ভেঙে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও প্লাবন নামল। সমস্ত মাঠ পানিতে ডুবে তার নতুন ফসল পচে নষ্ট হয়ে গেল!

কৃষক কাঁদতে কাঁদতে তৃতীয়বার ঋষির পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, "হে প্রভু, আপনি দুইবার একই কথা বললেন, আর আমি দুইবারই ভুল বুঝে সর্বস্ব হারালাম! দয়া করে এই প্রহেলিকার আসল রহস্য খুলে বলুন!"

ঋষি পরম স্নেহে কৃষকের মাথায় হাত রেখে বললেন, "বৎস, আমি তোমায় কোনো অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণী দিইনি। আমি প্রকৃতির ভাষা পড়তে বলেছিলাম। 'বেনা তলে তলে' কথার অর্থ হলো—বেনা ঘাসের শেকড় লক্ষ্য করো। ঘাস যখন বুঝতে পারে খরা হবে, তখন জলের সন্ধানে তার শেকড় মাটির গভীরে (তলে তলে) প্রবেশ করে। আর যখন ঘাস বোঝে অতিবৃষ্টি হবে, তখন তার শেকড় মাটির উপরিভাগেই ছড়িয়ে থাকে। আমি তোমাকে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে বলেছিলাম, নিজের মনগড়া অনুমান করতে নয়।" কৃষক নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো এবং এরপর থেকে প্রকৃতির সংকেত দেখে সফলভাবে কৃষিকাজ করতে শিখল।

> **শিক্ষা:** প্রকৃতির নিয়ম ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। অজ্ঞ অনুমানের চেয়ে বাস্তব পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি কার্যকর।

❦ ❦ ❦

গল্প ১০ • সংযম ও অভিজ্ঞতা

১০. ষাঁড় ও বলদের গল্প

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক বর্ধিষ্ণু গেরস্ত বাড়িতে বাস করত একটি বলিষ্ঠ তাজা তরুণ ষাঁড় এবং একটি শান্ত প্রবীণ বলদ। ষাঁড়টি ছিল প্রচণ্ড তেজি, অহংকারী এবং মেজাজে উগ্র। অন্যদিকে বলদটি ছিল ধীর-স্থির, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং গভীর ধৈর্যশীল।

একদিন ষাঁড়টি তাচ্ছিল্যের সুরে বলদকে বলল, "এই বুড়ো বলদ! তুই সারাদিন কুঁড়ের মতো কচ্ছপের গতিতে কাজ করিস। তোর এই ঢিমেতালের চাল দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমি জোয়াল কাঁধে নিলে এক দৌড়ে পুরো মাঠ চষে ফেলে বাড়ি এসে রাজার মতো ঘুমাব!"

বলদ শান্ত নয়নে তাকিয়ে বলল, "ভাইরে, শক্তি প্রদর্শন করা সহজ, কিন্তু কাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন। কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো নয়, স্থিরতাই আসল সাফল্য এনে দেয়।" ষাঁড়টি তার কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে হাসল।

পরদিন গৃহস্থ দু'জনকেই জমিতে হাল চাষ করতে নামাল। ষাঁড়টি নিজের অহংকার প্রমাণ করতে পাগলের মতো লাফিয়ে ও দৌড়ে জমি চাষ করতে লাগল। সে অল্প সময়ে অনেকটা জমি চষে ফেলল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড গরমে তার দম ফুরিয়ে এলো, সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল এবং সে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে বলদটি নিজের স্বাভাবিক ছন্দে ধীরেসুস্থে বিরতিহীনভাবে জমি চষে এগিয়ে চলল। ষাঁড়টি ক্লান্তিতে এতটাই অবশ হয়ে পড়েছিল যে, জমির উঁচু আইল পার হওয়ার শক্তিটুকুও তার শরীরে অবশিষ্ট ছিল না। তার ভারী শরীর ও অণ্ডকোষ আইলের ধারালো মাটির সাথে আটকে গেল এবং সে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

অসহায় ষাঁড় তখন মাথা নিচু করে বলদের সাহায্য চাইল। বলদটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। সেদিনের পর থেকে ষাঁড়ের সব দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, কেবল বাহ্যিক তেজ দিয়ে দীর্ঘ পথ চলা যায় না; জীবনে অভিজ্ঞতার ধৈর্য ও স্থিরতাই সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি।

> **শিক্ষা:** অতিরিক্ত অহংকার ও অস্থিরতা দ্রুত পতন ডেকে আনে। স্থির ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতাই দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের চাবিকাঠি।

❦ ❦ ❦

গল্প ১১ • নীতি ও আত্মশুদ্ধি

১১. বাকের আলীর ভালো গল্প

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

গ্রামের সবার কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত ও সজ্জন ব্যক্তি বাকের আলী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি, পরোপকারী, অমায়িক ব্যবহারের মানুষ। বাড়িতে মেহমান এলে নিজের শেষ খাবারটুকু বিলিয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা করেন না। কিন্তু এত সব গুণের মাঝেও তাঁর একটি মারাত্মক বদভ্যাস ছিল—তিনি কানকথা ও গুজবের ফেরিওয়ালা ছিলেন!

একজনের কথা বিচার-বিবেচনা না করেই তিনি আরেকজনের কাছে রসিয়ে রসিয়ে পৌঁছে দিতেন। কাউকে গিয়ে বলতেন, "আপনার বন্ধু কিন্তু গোপনে আপনার চরম নিন্দা করেছে!" আবার কাউকে বলতেন, "আপনার আত্মীয়রা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে!" বাকের আলীর ধারণা ছিল তিনি মানুষকে সাবধান করে ভালো কাজ করছেন। অথচ তাঁর এই অভ্যাসের কারণে পরিবারে ভাঙন ধরত, বন্ধুদের মাঝে রক্তারক্তি হতো এবং গ্রামের শান্তি নষ্ট হতো।

একদিন গ্রামের মসজিদে এক বিজ্ঞ ও পরহেজগার নতুন ইমাম সাহেব এলেন। জুমার নামাজের পর ইমাম সাহেব লক্ষ্য করলেন, বাকের আলী একজনের কানে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বললেন, আর সেই ব্যক্তি রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তলোয়ার বের করার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ইমাম সাহেব সমস্যার মূল কারণ বুঝতে পারলেন।

তিনি বাকের আলীকে পরম স্নেহে ডেকে বললেন, "বাকের ভাই, আপনি তো আল্লাহর অনেক ইবাদত করেন। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি মহান বাণী কি আপনার স্মরণে আছে? তিনি বলেছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, নতুবা নীরব থাকে।' আপনার এই কথার কারণে মানুষের মাঝে কি ফিতনা ছড়াচ্ছে না?"

বাকের আলী আমতা আমতা করে বললেন, "হুজুর, আমার নিয়ত তো ভালো!"

ইমাম সাহেব মুচকি হেসে বললেন, "তাহলে একটি পরীক্ষা হোক। আগামী সাত দিন আপনি যা যা শুনবেন, তা কারো কাছে না বলে একটি খাতায় লিখে রাখুন। সপ্তাহ শেষে নিজেই যাচাই করবেন কথাগুলো বলা কতটা জরুরি ছিল।"

সাত দিন পর বাকের আলী খাতাটি নিয়ে বসলেন। দেখা গেল, তিনি খাতায় বিশটি কথা লিখেছিলেন। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি নিজেই শিউরে উঠলেন—তার মধ্যে আঠারোটি কথাই ছিল মারাত্মক ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, মাত্র দুটি কথা সাধারণ উপকারে আসতে পারত! বাকের আলীর চোখ দিয়ে অনুশোচনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সেদিনের পর থেকে তিনি কথা বলার আগে তিনবার চিন্তা করার শপথ নিলেন এবং গ্রামে আবার শান্তির সুবাতাস ফিরে এলো।

> **শিক্ষা:** শুধু ভালো নিয়তই যথেষ্ট নয়, কথার পরিণামের দায়িত্বও নিজেকে নিতে হয়। অনর্থক কথা বলা বন্ধ করাই শান্তির মূল ভিত্তি।

গল্প ১২ • আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন

১২. জীবন ঘুড়ি

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

আমাদের মানবজীবনটা ঠিক যেন এক রঙিন ঘুড়ির মতো। সে নীলাকাশে ডানা মেলে যত উঁচুই উড়ুক না কেন, তার নাটাই কিন্তু থাকে এক অদৃশ্য মহাশক্তি—মহান সৃষ্টিকর্তার হাতে। তিনি যতটুকু সুতো ছাড়েন, ঘুড়ি ঠিক ততটুকুই উঁচুতে ভাসতে পারে।

একবার এক হতাশ যুবক এক প্রবীণ সাধকের কাছে এসে বলল, "হুজুর, আমার মনে হয় আমার জীবনটা এক সংকীর্ণ খাঁচায় বন্দি। আমি আরও বিত্তবান হতে চাই, আকাশ ছুঁতে চাই, কিন্তু কেন যেন অদৃশ্য এক বাঁধনে আমি আটকে যাচ্ছি।"

সাধক মুচকি হেসে খোলা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "বৎস, ওই যে আকাশে ঘুড়ি উড়ছে, লক্ষ্য করো। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় মালিক যখন সুতো ছেড়ে দেয়, তখন ঘুড়িটা বাতাসের বুকে ভাসে। কিন্তু যখন আকাশে কালো মেঘ জমে আর ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করে, তখন মালিক কি সুতো আরও ছাড়ে, নাকি টেনে ধরে?"

যুবক বলল, "মালিক তখন সুতো টেনে ধরে, যাতে ঝড়ে ঘুড়িটা ছিঁড়ে পাতালে না পড়ে যায়।"

সাধক বললেন, "আমাদের জীবনের নাটাইও মহান আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদের জীবনে সফলতা ও সুযোগ দেন, তখন তিনি সুতো ছেড়ে দেন যাতে আমরা অভিজ্ঞতা ও পুণ্য অর্জন করি। কিন্তু যখন জীবনে বিপদ, ব্যর্থতা বা প্রতিবন্ধকতা আসে, তখন বুঝতে হবে তিনি আমাদের রক্ষা করার জন্যই সুতো টেনে ধরেছেন। আমরা হয়তো হতাশ হয়ে ভাবি কেন এমন হলো, অথচ তিনি আমাদের বড় কোনো বিনাশ থেকে রক্ষা করেন।"

যুবক তখন বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কি মানুষের কোনো কর্ম নেই?" সাধক হেসে বললেন, "ঘুড়ি যেমন বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে ডানে-বামে দুলে নিজের ভারসাম্য রাখে, তেমনি মানুষকেও নিষ্ঠার সাথে সৎ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। চেষ্টার দায়িত্ব মানুষের, কিন্তু সফলতার নাটাই ও ফলাফলের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে।" সাধকের এই অমূল্য শিক্ষায় যুবকের মনের সব অশান্তি দূর হয়ে গেল।

> **শিক্ষা:** কঠোর পরিশ্রম ও সৎ প্রচেষ্টার পর ফলাফলের ভার সৃষ্টিকর্তার ওপর সঁপে দেওয়াই মানসিক শান্তি ও আত্মিক সফলতার চাবিকাঠি।

গল্প ১৩ • প্রত্যয় ও অদম্য আশা

১৩. চাল নাই তো আবার চুলা

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

ভাঙা টিনের চালার নিচে বসে আপনমনে বিড়বিড় করছিল দরিদ্র মর্জিনা বিবি। বাইরে তখন আষাঢ়ের অঝোর বারিধারা, আর ঘরের ভেতর হাঁড়ির শূন্যতা তার চেয়েও বেশি হৃদয়বিদারক। গত দু'দিন ধরে ঘরে চালের দানা নেই, চুলোয় আগুন জ্বলেনি। কিন্তু মর্জিনার হাতে আজ একটি নতুন চকচকে মাটির সরা, যা সে পাশের বাড়ির রহিমা বিবির কাছ থেকে ধার করে এনেছে।

"চাল নাই তো, আবার চুলা!"—আপনমনেই মৃদু হাসল মর্জিনা। সে হাসিতে হাজার তারার দ্যুতি, নেই কোনো পরাজয়ের গ্লানি। আজ ভোরে সে এক মধুর স্বপ্ন দেখেছে—তার অসুস্থ ছেলে করিম সুস্থ হয়ে উঠেছে আর সে পরম মমতায় গরম ভাতের সাথে ডাল মেখে তাকে খাওয়াচ্ছে।

ঘরে চাল কেনার পয়সা নেই, কিন্তু মর্জিনার বিশ্বাস—আল্লাহর রহমত কখনো ফুরায় না। রহমত যেদিন আসবে, সেদিন যেন রান্নার কোনো ত্রুটি না থাকে। তাই সে ভাঙা চুলার চারপাশে নরম কাদা দিয়ে নিখুঁতভাবে মাটি লেপছে, যেমনটা তার মা তাকে শিখিয়েছিল। ছেঁড়া আঁচলের নিচে যত্ন করে জমিয়ে রেখেছে শুকনো কাঠ ও ঘুঁটে।

প্রতিবেশী রহিমা উঁকি দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলল, "কী গো মর্জিনা, পেটে ভাত নেই, চালের খবর নেই, আর তুমি চুলা লেপে পরিপাটি করছো! এ কেমন পাগলামি?"

মর্জিনা মুখ তুলে উজ্জ্বল হাসিতে বলল, "বুজি, এটা পাগলামি নয়, এটা হলো বিশ্বাস আর প্রস্তুতি। অভাব আজ আছে, কাল থাকবে না। যেদিন আল্লাহর রহমতে চাল আসবে, সেদিন যেন চুলা জ্বালাতে এক মুহূর্তও দেরি না হয়!" রহিমার মুখ বিস্ময়ে বন্ধ হয়ে গেল। মর্জিনার এই অদম্য আশাবাদ আর প্রস্তুতিই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় বেঁচে থাকার শক্তি।

> **শিক্ষা:** প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা এবং অটুট আশাবাদ বজায় রাখাই মানুষকে বিজয়ী করে।

গল্প ১৪ • জীবনের অন্তর্দহন

১৪. তুষের আগুন

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

শামসুর রহমান যেন এক জীবন্ত ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি। বুকের ভেতর তাঁর তুষের আগুনের মতো এক নীরব দহন জ্বলছে বহু বছর ধরে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই; পরিপাটি পোশাক, হাসিখুশি মুখ, অফিসের সবার কাছে তিনি এক প্রাণবন্ত মানুষ। কিন্তু দিনের শেষে যখন তিনি নিজের একাকী ফ্ল্যাটের দরজায় খিল দেন, তখন সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাস কেবল ঘরের চার দেয়ালই শুনতে পায়।

শারীরিক অসুস্থতা এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। দীর্ঘদিনের শ্বাসকষ্টটা দিন দিন বাড়ছে। ডাক্তার স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ফুসফুস বাঁচাতে হলে সিগারেট সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে। কিন্তু নিঃসঙ্গতার এই দীর্ঘ প্রহরে ওই এক টুকরো ধোঁয়াই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। স্ত্রী মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। একমাত্র সন্তান বিদেশে সেটেলড; বাবার সাথে কথা বলার সময় তার মেলে না। ফোন করলেই বলে, "বাবা, কাজে আছি, পরে কথা বলছি।" সেই 'পরে' আর কখনো আসে না।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েন আর বার্ধক্যের অনিশ্চয়তা তাঁকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। উৎসবের দিনে যখন চারপাশের বাড়িগুলো আলোয় ভরে ওঠে, তখন শামসুর রহমান অন্ধকারে বসে নিজের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তুষের আগুনের মতো এই চাপা যন্ত্রণা বাইরে দেখা যায় না, কিন্তু তা তিলে তিলে মানুষের সত্তাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। এই নিঃশব্দ দহনই যেন আধুনিক জীবনের বহু নিঃসঙ্গ প্রবীণের অপ্রকাশিত মহাকাব্য।

> **শিক্ষা:** মানসিক নিঃসঙ্গতা ও সম্পর্কের শূন্যতা মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। আপনজনদের সময় ও আন্তরিক ভালোবাসাই জীবনের প্রকৃত সম্পদ।

গল্প ১৫ • দারিদ্র্য ও লড়াই

১৫. নুন আনতে পান্তা ফুরায়

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

রহিম মাঝি নদীর কূলে বাস করা এক হতদরিদ্র জেলে। দিন এনে দিন খাওয়া সংসারে তার অভাব কখনো দূর হয় না। একদিন সকালে তার স্ত্রী বলল, "ঘরে এক দানা নুনও নেই, পান্তা ভাতটুকুও মুখে তোলা যাচ্ছে না। কিছু পয়সা দাও, বাজার থেকে নুন নিয়ে আসি।"

রহিমের পকেটে একটি ফুটো পয়সাও ছিল না। সে জাল কাঁধে নিয়ে নদীতে গেল এই আশায় যে, দু'টো বড় মাছ ধরতে পারলে তা বাজারে বেঁচে নুন-তেল কেনা যাবে। কিন্তু সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জাল ফেলেও জালে একটা চুনোপুঁটিও উঠল না। ক্ষুধার জ্বালায় রহিমের পেট জ্বলছিল। অবশেষে দুপুরের শেষভাগে জালে আটকা পড়ল একটি বড় শামুক।

রহিম আশার আলো দেখে সেই শামুকটি নিয়ে বাজারে এক চুন প্রস্তুতকারকের কাছে গেল। শামুক বিক্রি করে সামান্য কিছু পয়সা মিলল। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নুনের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে! শামুকের পয়সায় নুন কেনা সম্ভব হলো না।

হতাশ রহিম আবার নদীতে গিয়ে জাল ফেলল। এবার জালে উঠল একখানা ভাঙা মাটির কলসি। ঘরে এনে রাখলে স্ত্রী বলল, "এটা মেরামত করতেও তো পয়সা লাগবে!" তৃতীয়বার জাল ফেলে পাওয়া গেল একটি পুরোনো ছেঁড়া জুতো। চোখের জল মুছে রহিম আকাশের দিকে তাকাল। নুন জোগাড় করতে গিয়ে সত্যিই তার জীবনের পান্তা ভাতটুকুও ফুরিয়ে যাওয়ার দশা! তবুও পরের দিন ভোরে সে আবার জাল কাঁধে নদীর পানে ছুটল—কারণ বেঁচে থাকার নামই তো নিরন্তর লড়াই।

> **শিক্ষা:** দারিদ্র্যের কষাঘাত যতই তীব্র হোক না কেন, জীবনের লড়াইয়ে কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ধৈর্যই টিকে থাকার শক্তি।

গল্প ১৬ • কুসংস্কারের বেড়াজাল

১৬. ঐতিহ্য ও কুসংস্কার

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

ভোরের রক্তিম আলোয় নতুন এক স্বপ্নের উদ্যমে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন ব্যবসায়ী আবির সাহেব। বহু সাধনার পর আজ একটি বিশাল আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। সফল হলে তার প্রতিষ্ঠানটি এক লাফে শীর্ষে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু সদর দরজার চৌকাঠ পেরোতেই ঘটে গেল এক বিপত্তি। একটি নিরীহ কালো বিড়াল মিউ মিউ করতে করতে তার পায়ের সামনে দিয়ে মেঠো পথ পার হয়ে গেল। আবির সাহেবের পা যেন কেউ মাটিতে গেঁথে দিল! ছোটবেলা থেকে মুরব্বিদের মুখে শুনে আসা অন্ধ কুসংস্কার তার মস্তিষ্কে ভর করল—"কালো বিড়াল পথ কাটলে যাত্রা অশুভ হয়, কাজে চরম বিপর্যয় ঘটে!"

আবির সাহেব উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অবচেতন মনের আদিম ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, "যদি কোনো অঘটন ঘটে? তার চেয়ে আজকের দিনটা বাতিল করাই ভালো।" তিনি ফিরে গিয়ে ঘরে বসে রইলেন।

এদিকে মিটিংয়ে আবির সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী এসে চুক্তিটি এক নিমেষে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আবির সাহেবের কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। সন্ধ্যায় যখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছিলেন, তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী এসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি একটি অবলা বিড়ালের রাস্তা পার হওয়াকে তোমার ভাগ্যের নিয়ন্তা বানালে! যে মানুষ নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের চেয়ে কুসংস্কারকে বড় মনে করে, পরাজয় তো তারই প্রাপ্য!" আবির সাহেব নিজের বোকামির জন্য সারাজীবন অনুতপ্ত রইলেন।

> **শিক্ষা:** কুসংস্কার মানুষের আত্মবিশ্বাস ও যুক্তিকে ধ্বংস করে। কর্ম ও মেধার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই সাফল্যের একমাত্র পথ।

❦ ❦ ❦

গল্প ১৭ • পূর্ণাঙ্গ আখ্যান • কর্ম ও পরম প্রাপ্তি

১৭. সাপের পঞ্চম পা: মাধবের আশ্চর্য যাত্রা

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

[প্রথম পর্ব: অলৌকিক মণি ও হঠাৎ ধনবান]

চৈত্রের তপ্ত মেঠো পথ ধরে হেঁটে চলেছিল রামগড়ের কামার মাধব। বন্যায় কামারশালা ভেসে যাওয়ার পর কাজের সন্ধানে সে শ্যামনগরের পঁচিশ ক্রোশ পথ পাড়ি দিচ্ছিল। ক্লান্ত মাধব এক বিশাল প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নিচে বসতেই গাছের শিকড়ে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল—একটি দশ হাত লম্বা সবুজ সাপের পেটের নিচে স্পষ্ট পাঁচটি পা! লোকমুখে প্রচলিত আছে, সাপের পাঁচ পা যে দেখে, তার ভাগ্য খুলে যায়।

সাপটি গাছের এক কোটরে ঢুকতেই মাধব সেখানে এক উজ্জ্বল নীলাভ 'চন্দ্রকান্ত মণি' দেখতে পেল। মণিটি হাতে নিয়ে শ্যামনগরের বাজারে এক প্রবীণ জহুরির কাছে বিক্রি করতেই সে অজস্র স্বর্ণমুদ্রা লাভ করল। রাতারাতি মাধব পরিণত হলো এক ধনকুবেরে। সে রামগড়ে ফিরে বিশাল কর্মশালা ও প্রাসাদ নির্মাণ করল, কর্মচারীদের নিয়োগ দিল এবং গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। সবাই তাকে ডাকতে লাগল 'ভাগ্যবান মাধব'!

[দ্বিতীয় পর্ব: আত্মিক শূন্যতা ও আসল সৃষ্টির আনন্দ]

কিন্তু বিত্ত-বৈভব মাধবকে শান্তি দিতে পারল না। সে দেখল, এখন সে শুধু আদেশ দেয় আর হিসেব রাখে; তার নিজের হাতে লোহা পিটিয়ে নিখুঁত শিল্প তৈরির সেই আনন্দ চিরতরে হারিয়ে গেছে। তার শিল্পী হৃদয় মরুভূমির মতো শুকিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন এক বিদেশি বণিক এসে তাকে বলল, "মাধবজি, আপনার হাতের তৈরি অস্ত্রের সুনাম শুনে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি আপনি কেবল একজন ব্যবসায়ী, আসল কারিগর তো নন!" বণিকের এই কথা মাধবের বিবেককে নাড়া দিল। সেই রাতে মাধব গোপনে কর্মশালায় গিয়ে বহু বছর পর হাতুড়ি আর ছেনি হাতে তুলে নিল। সারা রাত ঘাম ঝরিয়ে ভোরের আলোয় সে একটি নিখুঁত লোহার গোলাপ ফুল তৈরি করল। তার হাত ব্যথায় টনটন করছিল, কিন্তু মুখে ফুটে উঠল এক অনাবিল স্বর্গীয় তৃপ্তির হাসি!

মাধব বুঝতে পারল—সাপের পঞ্চম পা দেখা মানে অলৌকিক ধনসম্পদ পাওয়া নয়, বরং নিজের ভেতরের সুপ্ত সৃজনশীলতাকে খুঁজে পাওয়াই জীবনের আসল সার্থকতা। সে আবার নিজের হাতে লোহা পেটানো শুরু করল এবং তার কারখানা দেশসেরা শিল্পালয়ে পরিণত হলো।

> **শিক্ষা:** কেবল অলস সম্পদে মানুষের প্রকৃত সুখ মেলে না। নিজের শ্রম, মেধা ও সৃষ্টির মাঝেই মানবজীবনের পরম আনন্দ ও মুক্তি নিহিত।

❦ ❦ ❦

গল্প ১৮ • সত্য ও আদর্শের বিজয়

১৮. আলোর পথের যাত্রী

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক পূত-পবিত্র ধর্মপ্রাণ মনীষী ছিলেন, যিনি জনপদে জনপদে ঘুরে মানুষকে সত্য, ইনসাফ ও মানবতার দাওয়াত দিতেন। তাঁর মিষ্টি কণ্ঠ ও নির্মল চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ পাপের পথ ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসছিল।

কিন্তু সমাজের স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিবাজ কিছু লোক এই সত্যের প্রভাব মেনে নিতে পারল না। তারা সেই সাধকের বিরুদ্ধে কুৎসিত অপপ্রচার চালাতে শুরু করল। তারা রটিয়ে দিল, "উনি মুখে মিষ্টি কথা বললেও গোপনে ভণ্ডামি করেন!" যারা সাধককে কাছ থেকে চিনত, তারা এসব প্রপাগান্ডায় কান দিল না। কিন্তু দূরবর্তী সাধারণ মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল।

একদিন এক বিশাল প্রকাশ্য জনসভায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে প্রশ্ন করল, "হুজুর! আপনার বিরুদ্ধে মানুষ যে নানা অভিযোগ তুলছে, এর জবাব কী?"

সাধক মৃদু হেসে পরম শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভাই, আমার জীবন এক উন্মুক্ত কিতাবের মতো। যারা আমাকে কাছে থেকে দেখেছে, তারা সত্য জানে। আর যারা আমাকে চেনে না, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ—অন্ধভাবে অপপ্রচারে বিশ্বাস না করে নিজে অনুসন্ধান করুন। সত্যের সূর্যকে মেঘ দিয়ে সাময়িক ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু চিরতরে নেভানো যায় না।" সাধকের এই নিঃস্বার্থ বিনম্র জবাবে সবার মনের ধোঁয়াশা কেটে গেল এবং অপপ্রচারকারীরা চিরতরে লজ্জিত হয়ে মাঠ ছাড়ল।

> **শিক্ষা:** সততা ও সৎ কর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মপক্ষ সমর্থন। অপপ্রচারের ঝড় কখনো সত্যের প্রদীপকে নেভাতে পারে না।

❦ ❦ ❦

গল্প ১৯ • রহস্য ও মানবকল্যাণ

১৯. কামরূক কামাখ্যার মায়াবী ভূমি

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

সুলতান আহমেদ ছিলেন এক অনুসন্ধিৎসু তরুণ গবেষক। ছোটবেলা থেকেই তিনি কামরূক কামাখ্যার তন্ত্র-মন্ত্র ও অলৌকিক রহস্যের কথা শুনে এসেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও সেই রহস্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে তিনি দুর্গম পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে কামাখ্যার প্রাচীন উপত্যকায় উপস্থিত হলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি বিক্রম নামের এক তরুণ সাধকের সান্নিধ্য লাভ করলেন। বিক্রম তাকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে মনের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করার প্রাচীন বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। বিক্রম স্পষ্ট শর্ত দিলেন—এই বিদ্যা কখনোই কারো অনিষ্ট বা অহংকারে ব্যবহার করা যাবে না।

মাসব্যাপী সাধনা শেষে সুলতান বুঝতে পারলেন, জাদুবিদ্যা কোনো ভোজবাজি নয়; তা হলো মনের গভীর একাগ্রতা এবং প্রকৃতির প্রতি অসীম প্রেম। বিদায় নেওয়ার আগে সুলতান যখন জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি এমন কিছু আছে যা জাদু দিয়ে করা যায় না?" তখন গুরু স্মিত হেসে

বললেন, "হ্যাঁ, প্রেমকে কখনো ঘৃণা আর মানবকল্যাণকে কখনো ধ্বংসের অস্ত্র বানানো যায় না। কারণ সত্যিকারের আধ্যাত্মিক শক্তি সবসময়ই সৃষ্টির পক্ষে কথা বলে।" সুলতান এক নতুন আলোকিত মানুষ হিসেবে স্বদেশে ফিরে এলেন।

> **শিক্ষা:** যেকোনো বিদ্যা বা ক্ষমতার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবকল্যাণ ও সৃষ্টির সেবা। অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শক্তি আত্মঘাতী হয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ২০ • উদ্ভাবনী সমাধান

২০. কাঠের বিড়াল

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

গ্রামের এক প্রাচীন জমিদারবাড়িতে একাকী বাস করতেন বৃদ্ধ মীর সাহেব। কিন্তু বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রবে তাঁর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। বই-পুস্তক, জামাকাপড়, খাদ্যদ্রব্য—ইঁদুরের দল সবকিছু কেটে তছনছ করে দিত। বিষ কিংবা ফাঁদ পেতেও কোনো সুরাহা হচ্ছিল না।

একদিন বাজারে এক বিচিত্র বৃদ্ধ খেলনা প্রস্তুতকারকের দোকানে মীর সাহেব নিজের সমস্যার কথা বললেন। কারিগর মুচকি হেসে একটি স্থূল, রংচটা কাঠের তৈরি কৃত্রিম বিড়াল বের করে দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে ঘরে রাখুন। কার্যসিদ্ধি হলেই হলো, উপায়টি কত প্রচলিত তা দেখার বিষয় নয়।"

মীর সাহেব প্রথমে বিশ্বাস না করলেও বিড়ালটি এনে ঘরে রাখলেন। গভীর রাতে হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজে তাঁর ঘুম ভাঙল। আলো জ্বেলে তিনি হতবাক হয়ে দেখলেন, কাঠের বিড়ালটির চারপাশে দশ-বারোটি বড় ইঁদুর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে! মূলত সেই কাঠের বিড়ালের ভেতরে এমন এক বিশেষ আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ ও ভেষজ সুগন্ধি যুক্ত ছিল, যা ইঁদুরদের পরাস্ত করে। মীর সাহেব বুঝলেন, যেকোনো জটিল সমস্যার সমাধানে গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

> **শিক্ষা:** লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনাই মুখ্য। তথাকথিত বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে কাজের উপযোগিতাই আসল।

❦ ❦ ❦

গল্প ২১ • অহংকারের বিনাশ

২১. দর্পচূর্ণ

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক রাজ্যে রুদ্রদেব নামের এক মহা প্রতাপশালী ও দাম্ভিক রাজা শাসন করতেন। তাঁর সৈন্যবল ও ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না, কিন্তু মনের ভেতর ছিল অহংকারের পাহাড়। তিনি বলতেন, "আমার ইচ্ছাই আইন, প্রকৃতির নিয়মও আমার ইচ্ছার অধীন!" প্রজাদের সুখ-দুঃখের কোনো পরোয়া তিনি করতেন না।

নিজের অহংকার অমর করে রাখতে তিনি বিশাল এক আকাশচুম্বী মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে দিনরাত কাজ করানো হচ্ছিল। গ্রামের এক প্রজ্ঞাবতী বৃদ্ধা শান্তিদেবী রাজদরবারে এসে রাজাকে সতর্ক করে বললেন, "মহারাজ, যে অহংকার করে তার পতন অনিবার্য। প্রজাদের চোখের জলের ওপর যে সৌধ নির্মিত হয়, ঈশ্বর কখনো তা কবুল করেন না।" রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধাকে তাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই শুরু হলো অবিশ্রান্ত মহাপ্লাবন ও ঘূর্ণিঝড়। নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার জল মন্দিরের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিল। প্রবল বাতাসে এক রাতে মন্দিরের বিশাল স্বর্ণচূড়াটি হুড়মুড় করে ভেঙে মাটিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! নিজের দম্ভের এমন করুণ পরিণতি দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তিনি শান্তিদেবীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন এবং নিজেকে প্রজাকল্যাণে উৎসর্গ করার শপথ নিলেন।

> **শিক্ষা:** অতি অহংকার ও প্রজা-পীড়নের শেষ পরিণতি অবধারিত ধ্বংস। বিনয় ও মানবসেবাই শাসকের প্রকৃত শক্তি।

❦ ❦ ❦

গল্প ২২ • বাগাড়ম্বর বনাম দক্ষতা

২২. অপকর্মা নাপিত

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

আজগর নামের এক নাপিতের সেলুনে সবসময়ই মানুষের জটলা লেগে থাকত। তবে তার এই ভিড় ভালো চুল কাটার জন্য নয়, বরং তার আকাশকুসুম বড় বড় কথার ফুলঝুরি শোনার জন্য! সে তার ধামায় রাখা ডজনখানেক মরচে ধরা ভোঁতা ক্ষুর দেখিয়ে বলত, "আমার এই ক্ষুর বাতাসে দোলালে এমনিতেই চুল কেটে যায়!"

একদিন শহরের এক গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি জনাব চৌধুরী ভুল করে তার দোকানে ঢুকলেন। আজগর বড় শিকার পেয়ে মহা আনন্দে তার গুণগান শুরু করল। কিন্তু কাজের সময় ঘটল বিপত্তি। চকচকে কিন্তু ভোঁতা একখানা ক্ষুর দিয়ে এমন জোরে টান দিল যে চৌধুরী সাহেবের কানের পাশ কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল!

আজগর এত বড় ভুলের পরেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে উল্টো বলল, "আহা চৌধুরী সাহেব! আপনার চুল এতই কোমল যে ক্ষুরের মায়াবী ছোঁয়াতেই ঝরে পড়েছে!" চৌধুরী সাহেব ব্যথায় ক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে শহরে প্রবাদ চালু হয়ে গেল—"অকর্মণ্য নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর!"

> **শিক্ষা:** বাগাড়ম্বর ও মিথ্যা বড়াই দিয়ে নিজের অযোগ্যতা ঢাকা যায় না; দিনশেষে কাজের দক্ষতাই মানুষের আসল পরিচয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ২৩ • আলসেমির রম্য আখ্যান

২৩. অলস লোকের তিন গুণ

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

অলসপুর গ্রামের তিন পরম বন্ধু—আকাশ, বাতাস আর প্রকাশ। তিনজনেই ছিল অকর্মণ্যতার শিরোমণি। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল আরাম-আয়েশ। গ্রামবাসী তাদের স্বভাবের তিনটি বিশেষ গুণের কারণে তাদেরকে 'তিন গুণধর' বলে ডাকত!

তাদের **প্রথম গুণ** ছিল রাক্ষুসে খাওয়া। গ্রামের যে প্রান্তেই কোনো ভোজ বা মেহমানদারির আয়োজন হতো, তারা তিনজনে সেখানে গিয়ে পাত সাফ করে দিয়ে আসত। তাদের **দ্বিতীয় গুণ** ছিল সামান্যতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা রাগ। ঘুম বা খাবারের বিঘ্ন ঘটলে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করত। আর তাদের **তৃতীয় ও প্রধান গুণ** ছিল কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম! একবার দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লে তাদের কানের কাছে যদি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিয়ের বরযাত্রীও হেঁটে যেত, তবুও তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত না!

একদিন এক ভিনদেশি পন্ডিত এসে তাদের তিন গুণের কথা শুনে বললেন, "তোমাদের এই গুণ তো সমাজ ও পরিবারের জন্য চরম অভিশাপ!" অলস তিন বন্ধু তখন হাই তুলতে তুলতে বলল, "পন্ডিত মশাই, জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করে একটু ঘুমাতে দিন তো!" গ্রামবাসীরা এই তিন অকর্মণ্যকে দেখে অলসতার কুফল নিয়ে হাসাহাসি করত।

> **শিক্ষা:** কর্মহীন অলসতা ও সীমাহীন ভোজনবিলাস মানুষের জীবনকে অপদার্থ ও সমাজের বোঝায় পরিণত করে।

❦ ❦ ❦

গল্প ২৪ • প্রবাদের পেছনের শিক্ষা

২৪. গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

রূপপুর গ্রামের মিয়া বাড়ির উঠোনে বিশাল এক গাছে এবার বাম্পার কাঁঠাল ধরেছে। ফাল্গুনের শেষে পাকা কাঁঠালের গন্ধে চারপাশ ম-ম করছে। প্রবীণ আকবর আলি গ্রামের সবচেয়ে বড় কাঁঠালটি পাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাঁঠালের আঠা যাতে গোঁফে ও হাতে না লাগে, সেজন্য গ্রামের সব যুবক আগেভাগেই সরিষার তেলের শিশি নিয়ে হাজির হলো।

আকবর আলি নিজেও যত্ন করে তাঁর রাজকীয় গোঁফে এবং হাতের তালুতে তেল মেখে নিলেন। সবাই কাঁঠাল খাওয়ার আগেই কাঁঠালের বড়া ও পায়েসের কাল্পনিক স্বাদে বিভোর হয়ে চোখ বন্ধ করে রইল!

মই বেয়ে আকবর আলি গাছের মগডালে উঠে যেই না বড় কাঁঠালটির বোঁটায় দা মারলেন, ওজনে অতিরিক্ত ভারী হওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠালটি হাত ফসকে সোজা নিচে রাখা এক পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল! মুহূর্তেই পাকা কাঁঠালটি ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে মাটির সাথে মিশে গেল।

গাছের কাঁঠাল খাওয়ার আগেই গোঁফে তেল মাখার এই দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিনের পর থেকেই এই চিরায়ত প্রবাদটি স্মরণ করিয়ে দেয়—কোনো ফল হাতে পাওয়ার আগেই অতি উৎসাহে প্রস্তুতি নিলে দিনশেষে বুকভাঙ্গা হতাশাই সঙ্গী হয়।

> **শিক্ষা:** কোনো প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার আগে আত্মতুষ্টিতে ভোগা এবং অহেতুক আনন্দ উদযাপন চরম মূর্খতার লক্ষণ।

গল্প ২৫ • অসম্ভবের পেছনে ছোটা

২৫. অশ্বডিম্বের সন্ধানে

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক অদ্ভুত খেয়ালি রাজা ছিলেন, যার নাম হিম্মতবাহাদুর। যা পৃথিবীতে দুর্লভ এবং অসম্ভব, তার প্রতিই ছিল রাজার চরম আকর্ষণ। একদিন এক চতুর বিদূষক মন্ত্রী রাজাকে খোঁচা দিয়ে বলল, "মহারাজ! আপনি যদি একটি 'অশ্বডিম্ব' (ঘোড়ার ডিম) রাজদরবারে এনে দেখাতে পারেন, তবে আপনার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে!"

বোকাসোকা রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিলেন—যে ব্যক্তি রাজাকে ঘোড়ার ডিম এনে দিতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে! গোটা রাজ্যে শোরগোল পড়ে গেল। সৈন্য, শিকারী, জাদুকরেরা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত চষে বেড়াতে লাগল। কিন্তু প্রকৃতিতে যার অস্তিত্বই নেই, তা পাওয়া যাবে কীভাবে?

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু ঘোড়ার ডিমের দেখা নেই। রাজা যখন হতাশ হয়ে মন্ত্রীকে তিরস্কার করলেন, তখন মন্ত্রী বিনীতভাবে হেসে বলল, "মহারাজ, যে জিনিস বাস্তবে নেই, তার পেছনে ছুটে আপনি প্রমাণ করলেন যে অবাস্তব কল্পনা কখনো সত্য হয় না। এই হাস্যকর অভিযানই হলো আপনার আসল অশ্বডিম্ব!" রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

> **শিক্ষা:** অবাস্তব ও যুক্তিহীন কল্পনার পেছনে সময় নষ্ট করা চূড়ান্ত মূর্খতা। বাস্তবসম্মত চিন্তাই জীবনের উন্নতি এনে দেয়।

গল্প ২৬ • দাম্পত্য কৌতুক

২৬. স্ত্রীর ষোলো কলা

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

এক শীতের রাতে স্বামী আদর করে স্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে বলল, "শুনো প্রিয়া, লোকে বলে মেয়েরা নাকি ষোলো কলায় পারদর্শী। অথচ বিয়ের এত বছর পরও আমি তো তোমার একটা কলাও দেখতে পেলাম না!"

স্ত্রী মিষ্টি হেসে বলল, "কাল সকালেই তুমি তার প্রথম ঝলক দেখতে পাবে।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামী দেখল ঘরে কোনো খাবার রান্না নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, কিন্তু স্ত্রী বিছানা ছেড়ে ওঠার নামও করছে না। ক্ষুধার্ত স্বামী রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বকাঝকা করতেই স্ত্রী চোখের জল ফেলে বলল, "আমার বেঁচে থেকে কী লাভ! আমি এখনই পেছনের কূপে ঝাঁপ দিয়ে মরব!" এই বলে সে দৌড়ে গিয়ে কূপে একখানা ভারী ইটের বস্তা ফেলে দিয়ে নিজে আড়ালে লুকিয়ে রইল।

'ধপাস' করে শব্দ হতেই স্বামী ভাবল স্ত্রী সত্যিই কূপে ঝাঁপ দিয়েছে! হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে কনকনে শীতে স্বামীও কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নিচে গিয়ে হাত দিতেই ঠেকল ইটের বস্তা! ভিজে সিক্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে যখন স্বামী ওপরে উঠে এলো, দেখল স্ত্রী মুখে আঁচল চেপে খিলখিল করে হাসছে।

"এটা তুমি কী করলে?" স্বামী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল।

স্ত্রী লাজুক হেসে বলল, "এই তো আমার ষোলো কলার মাত্র একখানা কলা দেখালাম!"

স্বামী চোখ কপালে তুলে বলল, "বাপ রে বাপ! এক কলাতেই আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা, বাকি পনেরোটা দেখলে তো সোজা যমপুরী চলে যাব!"

> **শিক্ষা:** দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা ও কৌতুকের মাঝেও এমন রসিকতা করা উচিত নয় যা অপরের জীবনকে বিপন্ন করে।

❦ ❦ ❦

গল্প ২৭ • ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন

২৭. কানা পীরের কাণ্ড

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

একদা এক শান্ত গ্রামে এক চটকদার বেশভূষার তথাকথিত পীরের আগমন ঘটল। দেখতে সাধাসিধে, মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় জাঁকালো টুপি। ধর্মের নামে চটকদার অপব্যাখ্যা দিয়ে অল্প দিনেই সে গ্রামের সহজ-সরল নারীদের মোহগ্রস্ত করে ফেলল।

ভণ্ড পীর গোপনে মহিলাদের বোঝাত, "পীর হলো জগতের স্বামী। পীরের সন্তুষ্টি ছাড়া বেহেশত পাওয়া অসম্ভব। তাই পীর যা চায়—মন, ধন, দেহ—সব হাসিমুখে বিলিয়ে দিতে হবে। আর এই গোপন ভেদ প্রকাশ করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে!" সরল মহিলারা অন্ধবিশ্বাসে তার ফাঁদে পা দিচ্ছিল।

কিন্তু গ্রামের এক বুদ্ধিমতী ও সাহসী নারী রহিমা এই কুৎসিত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সে তার স্বামীকে বিষয়টি জানাল এবং অন্যান্য ভুক্তভোগীদের সাথে নিয়ে কোরআনের সত্য বাণী তুলে ধরে গ্রামের মাতব্বরদের কাছে ভণ্ড পীরের কুকীর্তি ফাঁস করে দিল।

গ্রামবাসী একত্র হয়ে পীরকে ধরে এনে বিচার বসাল। সব প্রমাণ প্রকাশ পেতেই ভণ্ড পীর মুখ লুকানোর জায়গা পেল না। গ্রামবাসী তাকে কান কেটে ও মুখে চুনকালি মেখে গ্রাম ছাড়া করল এবং তার নাম দিল 'কানা পীর'। ধর্মের লেবাস পরা ভণ্ডদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা পেল।

> **শিক্ষা:** অন্ধবিশ্বাস চরম বিপদ ডেকে আনে। ধর্মের অপব্যবহারকারী ভণ্ডদের বিরুদ্ধে সত্য ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

❦ ❦ ❦

গল্প ২৮ • সততা বনাম লোভ

২৮. খাবার দেওয়া লাঠি

এক গ্রামে বাস করত এক নিঃস্ব কিন্তু সৎ কৃষক। একমাত্র গাভীটি দুধ দেওয়া বন্ধ করায় সে চরম অনাহারে বনের সাধুর কাছে গেল। সাধু তার সততায় মুগ্ধ হয়ে এক জাদুকরি লাঠি দিয়ে বললেন, "যখনই খিদে পাবে বলবে—'লাঠি, লাঠি, আমায় খাবার দাও!' অমনি সুস্বাদু খাবার হাজির হবে।" কৃষক বাড়ি ফিরে খাবার পেয়ে পরম তৃপ্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু তার প্রতিবেশী ছিল এক চরম লোভী ব্যক্তি। সে রাতের আঁধারে কৃষকের বাড়ি থেকে লাঠিটি চুরি করে নিল। কিন্তু বাড়ি গিয়ে লাঠিকে নির্দেশ দিতেই লাঠির বদলে কৃষক যখন আবার সাধুর কাছে গেল, সাধু তাকে একটি জাদুকরি থলে দিলেন। লোভী প্রতিবেশী সেই থলেও চুরি করল। কিন্তু থলে খুলে সোনার মোহর চাইতে গিয়ে থলে থেকে বের হয়ে এলো অজস্র বিষাক্ত পিঁপড়ে, যা তাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল!

তৃতীয়বার প্রতিবেশী যখন সাধুর দেওয়া জাদুকরি টুপি চুরি করল, তখন টুপি থেকে অজস্র ভারী পাথর পড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিল। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সে কৃষকের পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে সব জিনিস ফেরত দিল। কৃষক বুঝল—অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা নয়, নিজের পরিশ্রম আর সততাই হলো মানুষের আসল জাদুর কাঠি।

> **শিক্ষা:** লোভ মানুষের সর্বনাশের মূল। পরের সম্পদে লোভ না করে নিজের সৎ পরিশ্রমে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত সুখের উপায়।

❦ ❦ ❦

গল্প ২৯ • সাহস ও কল্পনা

২৯. সবুজ ব্যাঙ ও তারার দেশ

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

পুকুরের এক বিশাল পদ্মপাতার ওপর বাস করত ছোট্ট এক সবুজ ব্যাঙ, নাম তার নিত্য। সূর্যের আলো ফুটতেই সে মিষ্টি গলায় গান গাইত—'কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক!' তার গানের সুরে বনের পাখিরা মুগ্ধ হয়ে শুনত। কিন্তু পূর্ণিমার রাতে আকাশের তারাদের দেখে নিত্যর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল—সে তারাদের দেশে যাবে!

তার বন্ধু প্রজাপতি রঙিলা তাকে বনের এক দয়ালু বৃদ্ধা জাদুকরীর কাছে নিয়ে গেল। জাদুকরী নিত্যর অদম্য সাহস দেখে একটি আলোকময় জাদুকরি চাবি দিয়ে বললেন, "মনোবল ও সৎ ইচ্ছা থাকলে এটি আকাশের পানে ছুড়ে দিও।"

গভীর রাতে নিত্য সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবিটি আকাশে ছুড়তেই এক অপূর্ব নীল আলোর সুড়ঙ্গ খুলে গেল। নিত্য হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারাদের দেশে পৌঁছে গেল! তারারা পরম আনন্দে নিত্যকে জড়িয়ে ধরে সারারাত গান গাইল ও গল্প করল। ভোরে যখন নিত্য তার পদ্মপাতায় ফিরে এলো, তার গানে যুক্ত হলো এক স্বর্গীয় অপার্থিব সুর। বনের সব প্রাণী জানল—স্বপ্ন পূরণে শারীরিক সীমাবদ্ধতা নয়, খাঁটি ইচ্ছাশক্তিই প্রধান।

> **শিক্ষা:** সৎ ইচ্ছা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকলে ক্ষুদ্রতম প্রাণীও আকাশছোঁয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে।

গল্প ৩০ • নিঃস্বার্থ পরোপকার

৩০. বানরের গলায় মুক্তাহার

প্রথম খণ্ড: লোকগাথা ও নীতিগল্প

পাহাড়ি নদীর ধারের সবুজ বনে বাস করত এক চিন্তাশীল বানর, যার নাম বানো। দলের অন্য বানরদের মতো সে শুধু গাছে লাফালাফি করত না, নদীর জলের প্রতি ছিল তার গভীর ভালোবাসা। এক জ্যোৎস্না রাতে নদীর জলে ভেসে থাকা এক ঝলমলে জাদুকরি মুক্তাহার সে কুড়িয়ে গলায় পরল।

মুক্তাহারটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই তা বানোর শরীরে মিলিয়ে গেল এবং সে বনের সমস্ত পশুপাখির ভাষা ও দুর্লভ ঔষধি গাছের রহস্য বুঝতে পারল! বনের বৃদ্ধ সর্দার যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো, বানো দুর্গম পাহাড় থেকে সঞ্জীবনী লতা এনে তাকে সুস্থ করে তুলল। বনের যেকোনো বিপদে বানো সবার রক্ষক হয়ে দাঁড়াল।

দলের কিছু হিংসুক বানর রাতে ঘুমানোর সময় বানোর গলা থেকে সেই মুক্তাহার চুরি করতে গেল। কিন্তু তারা দেখল হারটি বাইরে নেই, তা বানোর অন্তরে ও পরোপকারী কর্মে মিশে গেছে। লজ্জিত হয়ে তারা বানোকে বনের নেতা হিসেবে বরণ করে নিল।

> **শিক্ষা:** প্রকৃত সৌন্দর্য ও অলংকার কোনো বাহ্যিক অলংকারে থাকে না; তা মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা ও সৎ কর্মের মাঝেই চিরভাস্বর হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও বেলগাছি অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমি, লোকমুখে প্রচলিত অলৌকিক কাহিনি, সাধক-সুফিদের উপাখ্যান ও স্থানীয় লোকসংস্কৃতি।

গল্প ৩১ • ছলনা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত

৩১. রমার রূপের ফাঁদ (হাঁটুর ফাঁদ)

দ্বিতীয় খণ্ড: আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি

এক সময়ে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে রমা নামে এক অপূর্ব রূপবতী কিন্তু কুটিল মনের নারী বাস করত। সে তার রূপের মোহময় ফাঁদ পেতে ধনী ও প্রভাবশালী পুরুষদের প্রলুব্ধ করত। নিজের মসৃণ হাঁটু অনাবৃত রেখে কামুক ইঙ্গিত দেওয়ার এক অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছিল, যা দেখে লম্পট ও দুর্বলচিত্তের ধনী ব্যক্তিরা তার জালে পা দিত।

একদিন তার নজর পড়ল গ্রামের সবচেয়ে বড় ও সরলমনা তরুণ ব্যবসায়ী অর্জুনের ওপর। অর্জুনকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে পানীয়ে কড়া নেশা মিশিয়ে অচেতন করে রমা তার ডাকাত দলকে ডেকে আনল। অর্জুনকে অপহরণ করে বিপুল মুক্তিপণ আদায় করা হলো। কিন্তু রমার লোভের সীমা ছিল না—মুক্তিপণ পাওয়ার পরও সে অর্জুনকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার পরিবারকে পথে বসিয়ে দিল।

পাপের ঘড়া পূর্ণ হতে বেশি সময় লাগেনি। গ্রামের সাহসী যুবকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক রাতে রমার গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। পঞ্চায়েতের প্রকাশ্য বিচারে রমার সমস্ত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হলো এবং রমাকে আজীবন সমাজচ্যুত করে একাকী অনুশোচনার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হলো।

> **শিক্ষা:** বাহ্যিক রূপের ছলনা দিয়ে কাউকে সর্বস্বান্ত করার নির্মম পাপ কখনো গোপন থাকে না; পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩২ • চুয়াডাঙ্গার লোকগাথা • বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা

৩২. বেলগাছির অলৌকিক খাল

দ্বিতীয় খণ্ড: আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত এক শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রামের নাম বেলগাছি। এই গ্রামের পাশ দিয়েই একসময় কুলকুল রবে বয়ে যেত এক রহস্যময় খাল—যার নাম 'বেলগাছি খাল'। গ্রামের প্রবীণ মুরব্বিদের মুখে মুখে আজও এই খালের বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনি ফেরে।

জনশ্রুতি ছিল, প্রাচীনকালে এই গ্রামের কোনো অভাবী মানুষের ঘরে যদি বিয়ে, সুন্নতে খৎনা বা মেহমানদারির অনুষ্ঠান হতো, তবে তারা খালের ঘাটে এসে ভক্তিভরে করজোড়ে নিবেদন করত। পরক্ষণেই খালের স্বচ্ছ জলের তলদেশ থেকে ভেসে উঠত চকচকে কাঁসার থালা, পিতলের ঘটি, তামার ডেকচি ও থরে থরে সাজানো বাসন-কোসন!

অনুষ্ঠান শেষে পাত্রগুলো পরিষ্কার করে ফেরত দেওয়ার সময় একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম মানতে হতো—যা নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে একটি বা দুটি পাত্র অতিরিক্ত হিসেবে জলে ভাসিয়ে দিতে হতো। তাহলেই মৃদু ঢেউ এসে সব পাত্র অতল গভীরে ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

কিন্তু একবার রতন নামের এক চরম কৃপণ ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মেয়ের বিয়ের জন্য অনেক পাত্র এনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। ফেরত দেওয়ার সময় সে ভাবল, "খাল তো আর দেখতে পাচ্ছে না, অযথা দুটো বেশি দেব কেন?" এই ভেবে সে উল্টো দুটি পাত্র নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে কম ফেরত দিল।

মুহূর্তের মধ্যে শান্ত খাল যেন ক্রুদ্ধ ফণাধর সাপের মতো গর্জে উঠল! এক বিশাল ঘূর্ণি ঢেউ এসে সব বাসনপত্র টেনে নিল এবং তারপর থেকে বেলগাছি খাল থেকে আর কোনোদিন কোনো বাসন ভেসে ওঠেনি। ধীরে ধীরে কালক্রমে সেই অলৌকিক খাল শুকিয়ে চিহ্ন হয়ে রইল। তবে কৃতজ্ঞতা ও সততার এই লোকগাথা বেলগাছির বাতাসে আজও সজীব হয়ে আছে।

> **শিক্ষা:** প্রকৃতির আশীর্বাদ ও অন্যের উপকারের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং লোভ প্রদর্শন করলে অমূল্য নিয়ামত চিরতরে হারিয়ে যায়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩৩ • বেলগাছির ইতিহাস • অন্ধকারের ট্র্যাজেডি

৩৩. বড় পুকুরের বেদনা

দ্বিতীয় খণ্ড: আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি

সবুজ শ্যামল আমবাগান আর ফসলের মাঠে ঘেরা চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিশাল এক জলাশয়, যার নাম 'বড় পুকুর'। দেখতে শান্ত হলেও এই পুকুরের গভীরে লুকিয়ে আছে এক রক্ত হিম করা করুণ ট্র্যাজেডি।

কথিত আছে, বহু যুগ পূর্বে খরার হাত থেকে বাঁচতে গ্রামবাসীরা এই বিশাল পুকুরটি খনন করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ ফুট গভীর করার পরও এক ফোঁটা জলের সন্ধান মিলল না! হতাশাগ্রস্ত হয়ে যখন সবাই দিশেহারা, তখন এক রাতে গ্রামের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে—পুকুরে একটি নিষ্পাপ মানব শিশুর রক্ত দিলে তবেই জল উঠবে।

অন্ধ কুসংস্কারের বশে গ্রামের স্বার্থপর কিছু মানুষ রাতের আঁধারে এক অসহায় বিধবার একমাত্র শিশুপুত্রকে চুরি করে এনে পুকুরের গভীর খাদে বলি দেয়। পরদিন ভোরে গ্রামবাসী দেখে পুকুরটি কানায় কানায় স্ফটিকস্বচ্ছ জলে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে এক নিঃসঙ্গ মায়াবী বড় মাছ!

আজও গ্রীষ্ম বা শীতে এই বড় পুকুরের জল শুকায় না। রাতের আঁধারে আজও গ্রামের মানুষ একা এই পুকুরপাড়ে যায় না; লোকমুখে প্রচলিত আছে, কান পাতলে নাকি বাতাসে ভেসে আসে এক অভাগী মায়ের সন্তান হারানোর বুকফাটা আর্তনাদ। এই বড় পুকুর মানুষের নিষ্ঠুরতা ও অন্ধ কুসংস্কারের এক চিরন্তন বেদনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

> **শিক্ষা:** অন্ধ কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতা কখনো শান্তির ভিত্তি হতে পারে না; অন্যায়ের ওপর অর্জিত প্রাপ্তি চিরকাল অভিশাপের স্মারক হয়ে থাকে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩৪ • সাধকের মায়াজাল • লোকগাথা

৩৪. কুবের ঠাকুরের অন্তর্ধান রহস্য

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামের গোলবাগানে আজও এক অলৌকিক বাউল সাধকের নাম উচ্চারিত হয়—কুবের ঠাকুর। তাঁকে ঘিরে ওই অঞ্চলের মানুষের মাঝে বহু রহস্যময় লোকগাথা প্রচলিত রয়েছে।

কুবের ঠাকুরের ছিল একটি দোচালা খড়ের তৈরি কুটির। সেই ঘরের চালার মটকায় কোনো ছাউনি ছিল না, অর্থাৎ আকাশটা ওপর থেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়—বাইরে যত মুষলধারে ঝড়-বৃষ্টিই হোক না কেন, ঘরের ভেতরে এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও পড়ত না! গ্রামের মানুষ এই দৃশ্য দেখে তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করত।

একদিন কুবের ঠাকুর সেই উন্মুক্ত চালার ঘরে গভীর ধ্যানে বসলেন। দিন গেল, রাত পেরোল, কিন্তু ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বেশ কিছুদিন পর চিন্তিত গ্রামবাসী দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখ কপালে উঠল—ঘর সম্পূর্ণ শূন্য! অথচ বের হওয়ার কোনো পথ নেই। ঘরের এক কোণে মাটির নিচে কেবল দেখা গেল একটি অতি সূক্ষ্ম সুড়ঙ্গের মুখ, যা দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অসম্ভব।

কুবের ঠাকুর কি সত্যিই আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিতে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন, নাকি এটি এক অপার রহস্যের পর্দা? ফরিদপুর গ্রামের গোলবাগানের বাতাসে আজও কুবের ঠাকুরের এই অন্তর্ধান রহস্য এক জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে দোলা দেয়।

> **শিক্ষা:** সাধনা ও আত্মিক জগতের বহু রহস্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত, যা লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে চিরভাস্বর।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩৫ • বিস্তারিত চরিত্রচিত্রণ • বৈপরীত্যের সাধক

৩৫. বেলগাছীর শাইজি: এক বিচিত্র সাধকের বিস্তারিত উপাখ্যান

দ্বিতীয় খণ্ড: আঞ্চলিক কিংবদন্তি ও লোকশ্রুতি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার শান্ত গ্রাম বেলগাছীর এক বিতর্কিত ও আলোচিত চরিত্র ইসলাম শাহ, যিনি সবার কাছে 'শাইজি' নামেই পরিচিত। তাঁর পুরো জীবন যেন আলো ও অন্ধকারের এক জটিল দ্বৈরথ।

শাইজির আদি বাড়ি ছিল পাশের গ্রাম বকশিপুরে। যৌবনে তিনি ছিলেন বকশিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত ও সুমধুর কণ্ঠের ইমাম। তাঁর বয়ান ও কোরআন তেলাওয়াত শুনে মানুষ মুগ্ধ হতো। কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবে কোনো কারণ না জানিয়ে তিনি ইমামতি ত্যাগ করেন এবং গৃহত্যাগী হয়ে সাধারণ বাউলের বেশ ধারণ করেন। একতারা হাতে বকশিপুর ছেড়ে বেলগাছী গ্রামে এসে ঘরজামাই হিসেবে এক প্রাচীন বটগাছের তলে আখড়া স্থাপন করেন।

শাইজির ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সংযমী ও নিরামিষাশী। তিনি কোনো নেশাদ্রব্য স্পর্শ করতেন না এবং সদাহাস্যমুখে মানুষের সাথে কথা বলতেন। কিন্তু চরম বৈপরীত্য ছিল তাঁর ভক্তকূলকে ঘিরে। তাঁর আখড়ায় জড়ো হওয়া বহু শিষ্য পরবর্তীতে মাদকাসক্তি ও নানা অসামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে শাইজির আখড়ায় অনুষ্ঠিত হতো বিতর্কিত 'বৈশাখী সাধুসঙ্গ'। সেখানে নারী-পুরুষ ভক্তদের একাকার হয়ে থাকা এবং রাতযাপনের প্রথা নিয়ে গ্রামীণ রক্ষণশীল সমাজের সাথে তাঁর মতবিরোধ তৈরি হতো। শাইজি বলতেন, "মুক্তির সাধনায় লিঙ্গভেদের কোনো স্থান নেই।" শাইজি আজও বেঁচে আছেন—শ্বেতশুভ্র চুল-দাড়িতে ঢাকা তাঁর মুখে সেই চিরচেনা উদাসীন হাসি। তিনি কি সত্যিই এক মুক্তমনা সাধক, নাকি এক বিভ্রান্ত কিংবদন্তি—এই উত্তর বেলগাছীর লোকগাথায় আজও অমীমাংসিত এক অধ্যায়।

শিক্ষা: ব্যক্তিগত সংযম থাকলেও নিজের অনুসারীদের সঠিক পথপ্রদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা একজন মানুষের সার্বিক মূল্যায়নকে বিতর্কিত করে তোলে।

তৃতীয় খণ্ড

মায়াবী রূপকথা, রোমাঞ্চ ও কল্পবিজ্ঞান

ভিনগ্রহের অনুসন্ধান, জিন প্রকৌশলের রহস্য, মহাজাগতিক টাইম ট্রাভেল, ড্রাগন ও জাদুর ফুল, অন্ধকার জগতের রাজপুত্র এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের মহাকাব্য।

গল্প ৩৬ • রূপকথা ও সাহস

৩৬. বরফ দেশের রাজকুমারী ও জাদুর ফুল

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

সুদূর এক অনন্ত বরফের রাজ্যে ছিল মায়াবী হিমালয় রাজ্য। সেই বরফ প্রাসাদে বাস করত সুন্দরী রাজকুমারী ইভা। তার চোখ ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছ এবং চুল ছিল রাতের আকাশের মতো কালো। কিন্তু রাজ্যে কোনো ফুল ফুটত না, কোনো পাখি গাইত না; চারপাশ ছিল কেবল চিরন্তন সাদা বরফে ঢাকা।

ইভার ঠাকুমা তাকে বললেন, "হিমালয়ের গোপন গুহায় লুকানো আছে সাতরঙা জাদুর ফুল। খাঁটি হৃদয় নিয়ে যদি সেই ফুল তুলে আনা যায়, তবেই রাজ্যে বসন্ত আসবে।" ঠাকুমার দেওয়া রুপোর রক্ষাকবচ হার নিয়ে ইভা বরফের ঝড় পেরিয়ে পাহাড়ে পাড়ি জমাল।

গুহার মুখে এক হিংস্র বিশাল বরফ-ভালুক পথ আগলে দাঁড়াল। ইভা ভয় না পেয়ে তার রুপোর হারটি ভালুকের দিকে ছুড়ে দিলে এক তীব্র আলোয় ভালুকটি শান্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। ইভা স্ফটিকের গাছ থেকে সেই মায়াবী ফুলটি ছিঁড়ে আনল।

ফুলটি স্পর্শ করতেই গোটা হিমালয় রাজ্যের বরফ গলতে লাগল, সবুজ ঘাস জেগে উঠল, গাছে গাছে ফুটল সুবাসিত ফুল এবং পাখিরা ফিরে এসে গান গাইতে শুরু করল। রাজকুমারী ইভার সাহস ও ভালোবাসায় বরফের দেশ পরিণত হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নপুরীতে।

> **শিক্ষা:** আত্মত্যাগ, অদম্য সাহস ও শুভ সংকল্পের মাধ্যমে যেকোনো শীতল ও অন্ধকার পরিবেশেও জীবনের বসন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

❦ ❦ ❦

গল্প ৩৭ • বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

৩৭. শেষ ল্যাবরেটরি (প্রোজেক্ট ফিনিক্স)

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে মহাকাশ থেকে আসা এক মারণ ভাইরাসের আক্রমণ। গাছপালা থেকে শুরু করে মানুষ—সমস্ত জীব প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে পৃথিবীর শেষ ভূগর্ভস্থ ল্যাবরেটরিতে একা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন জিনবিজ্ঞানী আজানু। তাঁর পাঁচ বছরের সাধনার নাম ছিল 'প্রোজেক্ট ফিনিক্স'—বিলুপ্ত প্রাণীর ডিএনএ থেকে জীবনের পুনর্জন্ম ঘটানো।

আজানুর সব সহকর্মী হাল ছেড়ে চলে গেছে। আজ তাঁর শেষ পরীক্ষা। বিশালাকার কাঁচের সিলিন্ডারে লালচে আলো হঠাৎ উজ্জ্বল নীল বর্ণ ধারণ করল। ছোট ছোট বুদবুদের ভেতর থেকে ভেসে উঠল এক অপার্থিব দৃশ্য—একটি জ্বলজ্বলে নীল রঙের ছোট্ট পাখি, যার ডানায় নক্ষত্রের দ্যুতি!

সিলিন্ডার খুলতেই পাখিটি উড়ে এসে আজানুর কাঁধে বসল এবং তার শরীর থেকে এক অদ্ভুত উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠল চরম বার্তা: "নিউ লাইফফর্ম: ফিনিক্স-১। এর জিনোম কোডেই রয়েছে পৃথিবীর ভাইরাসের একমাত্র প্রতিষেধক!" আজানুর চোখের কোণে আনন্দাশ্রু নামল। তিনি বুঝলেন, বিজ্ঞানের নিষ্ঠা ও মানবতার আশা কখনোই পুরোপুরি মরে যায় না।

> **শিক্ষা:** চরম সংকটের মাঝেও আশা না হারিয়ে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় অবিচল থাকলে মানবজাতির উদ্ধার সম্ভব।

গল্প ৩৮ • মহাজাগতিক যাত্রা

৩৮. মহাকাশের শেষ আলো

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

সৌরজগতের সূর্য যখন মহাজাগতিক ঝড়ে নিভে যাচ্ছিল, তখন মানবজাতির শেষ প্রতিনিধি হিসেবে একাকী মহাকাশচারী রিনো তার 'ডন-ফ্লাই' মহাকাশযানে চেপে অজানা গ্যালাক্সির সন্ধানে পাড়ি জমিয়েছিল। তার একমাত্র সম্বল ছিল মৃত পৃথিবীর স্মৃতি ও মেয়ের শেষ ভিডিও বার্তা।

হাজার গ্যালাক্সি পেরিয়ে রিনো এক নীল নক্ষত্রমন্ডলীর সবুজ গ্রহে অবতরণ করল। সেখানে কোনো মানুষ বা প্রাণী ছিল না, কিন্তু পুরো গ্রহের বায়ুমণ্ডল ছিল সতেজ অক্সিজেনে ভরা। গাছপালা থেকে ঝরে পড়ছিল সোনালি আলোর কণা।

হঠাৎ ল্যাপটপে বার্তা এলো: "পৃথিবীর সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, পৃথিবী আর নেই।" রিনোর বুক ভেঙে গেল কান্নায়। ঠিক তখনই এক সোনালি আলোর কণা এসে তার কাঁধে বসে তাকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করল। রিনো বুঝতে পারল, সে একা নয়—প্রকৃতির নতুন রূপ নিয়ে এই নতুন গ্রহ তাকে নতুন মানব অধ্যায়ের প্রথম পিতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।

> **শিক্ষা:** জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি মানেই সব শেষ নয়; নতুন আশা ও সৃষ্টির মাধ্যমে শূন্য থেকেই নতুন পৃথিবী গড়া যায়।

গল্প ৩৯ • প্রকৃতির রহস্য

৩৯. জোনাকিরা যখন কাঁদে

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে পুরোনো বাড়ির চিলেকোঠায় বসে ছিল কিশোর আবির। তার সামনে খোলা ছিল বিজ্ঞানী দাদুর রেখে যাওয়া এক রহস্যময় ডায়েরি, যার প্রতিটি পাতায় আঁকা ছিল জোনাকি পোকার প্রতীক। দাদু বলতেন, "জোনাকিরা প্রকৃতির ভাষা বোঝে।"

হঠাৎ এক জোনাকি জানালা দিয়ে ঢুকে আবিরের খাতার ওপর বসে আলোর সংকেত দিতে লাগল। তখনই হঠাৎ বিকট শব্দে গোটা শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো শহর ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। খাতার পাতায় লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তি আবিরের মনে পড়ল—

> "যখন শহর কাঁদে,
> আলো নিভে যায়।
> জোনাকিরা তখন তাদের
> শেষ আলোয় ছুটে যায়।"

বাইরে বেরিয়ে আবির দেখল লক্ষ লক্ষ জোনাকি এক সারিবদ্ধ আলোর পথ তৈরি করেছে। সেই আলো অনুসরণ করে আবির শহরের প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছাল এবং দেখল এক বিশেষ সুইচে দাদুর সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা। আবির সুইচটি অন করতেই পুরো শহর আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক সম্পর্কের পাঠ পেল আবির।

> **শিক্ষা:** প্রকৃতি সবসময়ই মানুষকে বিপদের সংকেত দেয়; প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারলে বড় বিপর্যয় থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪০ • টাইম ট্রাভেল ও রোমাঞ্চ

৪০. সময়-চোর এবং একটি পুরোনো ঘড়ি

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

'লস্ট হোপ' নামের এক ছায়াঘেরা শহরে সময় থমকে গিয়েছিল। শহরের মানুষ প্রতিদিন একই দিন, একই কথা আর একই ঘটনার চক্রে বন্দি ছিল। শহরের একমাত্র কেন্দ্রস্থলের প্রাচীন ক্লক টাওয়ারটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রেয়ান নামের এক দুঃসাহসী তরুণ তার দাদার রেখে যাওয়া প্রাচীন ডায়েরি পড়ে জানতে পারল—'সময়-চোর' নামের এক অশুভ ছায়ামূর্তি টাওয়ারের সময় শোষণ করে শহরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। রেয়ান তার দাদার তৈরি বিশেষ রিভার্স-টাইম ঘড়ি নিয়ে টাওয়ারের চূড়ায় উঠল।

সেখানে সময়-চোরের সাথে রেয়ানের তীব্র আলোকরশ্মির লড়াই হলো। রেয়ান ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাতেই সময়-চোর যন্ত্রণায় ছটফট করে মিলিয়ে গেল এবং চুরি করা সব সময় টাওয়ারে ফিরে এলো। ঘড়িটি আবার 'টিক টিক' করে সচল হতেই শহরের মানুষ মায়াজাল ভেঙে জেগে উঠল। রেয়ান সময়কে মুক্ত করে শহরকে নতুন ভবিষ্যৎ উপহার দিল।

> **শিক্ষা:** অলসভাবে অতীতে থমকে থাকা মৃত্যুর সমান। জীবনের গতি ও প্রবহমানতাই মানুষের এগিয়ে চলার মূল শক্তি।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪১ • অভিযান ও প্রজ্ঞা

৪১. জ্যোতির্ময় হীরার খোঁজে

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

বহুকাল আগে পৃথিবীতে রাত ছিল না; এক বিষণ্ণ ধূসর আলোয় চারপাশ ঢাকা থাকত। কারণ এক হিংস্র ড্রাগন আকাশের 'জ্যোতির্ময় হীরা' চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, যার আলোয় চাঁদ ও তারারা জ্বলত।

সাতলিপ নামের এক নির্ভীক তরুণ সেই হীরা উদ্ধার করতে পাহাড়ে পাড়ি জমাল। পথে সে এক রূপালী পাতার গাছের মায়াবী সাদা পাখির বন্ধুত্ব লাভ করল। পাখিটি তাকে বনের ধাঁধা সমাধানের পথ দেখাল।

ড্রাগনের আগ্নেয় গুহায় পৌঁছে যখন ড্রাগনটি তাদের আক্রমণ করতে এলো, তখন সাদা পাখিটি তার জাদুকরি সুরের গান শুরু করল। সেই স্বর্গীয় সুরে হিংস্র ড্রাগনটি শান্ত হয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। সাতলিপ সাবধানে হীরাটি এনে আকাশে স্থাপন করতেই পৃথিবীর বুকে প্রথম মনোরম

চাঁদের আলো ও কোটি তারার রাতের জন্ম হলো। সাতলিপ বীরের মর্যাদা পেলেও সে জানত—এই জয়ে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল পাখির ভালোবাসার সুর।

> **শিক্ষা:** হিংসা ও পাশবিক শক্তিকে দমন করতে অস্ত্রের চেয়ে সুর, মমতা ও প্রজ্ঞার শক্তি অনেক বেশি প্রভাবশালী।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪২ • পৌরাণিক রোমাঞ্চ

৪২. সুরিয়া নগরী ও জীবন্ত পদ্ম

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

সুরিয়া নগরীর রাজা বীরবাহুর ছিল এক পরম অমূল্য রত্ন—'জীবন্ত পদ্ম'। পূর্ণিমার রাতে ফোটা এই পদ্মের নির্যাসে যেকোনো কঠিন ব্যাধি বা মরণাপন্ন ক্ষত নিরাময় হয়ে যেত। রাজকুমারী ইরা ছিল এই পদ্মের নির্ভীক রক্ষক।

এক পূর্ণিমায় কালো জাদুকর কালান্তক তার প্রেতাত্মা বাহিনী পাঠিয়ে পদ্মটি চুরি করে পাতাল গুহায় লুকিয়ে রাখল। রাজকুমারী ইরা তার 'আকাশবাণী দণ্ড' ও বিশ্বস্ত দ্রুতগামী ঘোড়া 'বিদ্যুৎ'-কে নিয়ে পাতাল গুহায় অভিযান চালাল। গুহার মুখে প্রহরারত তিন মাথার অগ্নি-ড্রাগনকে সে হিংসা দিয়ে নয়, পবিত্র আলোর বলয় দিয়ে মায়ামুক্ত করে বশ মানাল।

গুহার ভেতরে ক্রিস্টালে বন্দি পদ্মকে মুক্ত করতে কালান্তকের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিল ইরা—"যা আলো ছাড়া জ্বলে আর অদৃশ্য হয়ে সর্বত্র থাকে, তা হলো মনের বিশ্বাস ও অন্ধকার জাদুর মায়া!" ক্রিস্টাল ভেঙে পদ্ম উদ্ধার করে ইরা সুরিয়া নগরীতে ফিরে এলো এবং নগরীর রক্ষাকর্তা হিসেবে সম্মানিত হলো।

> **শিক্ষা:** প্রখর প্রজ্ঞা ও নির্ভীক মনোবল যেকোনো অপশক্তির জটিল মায়াজাল ছিন্ন করতে সক্ষম।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৩ • শুভ বনাম অশুভ

৪৩. অন্ধকারের রাজ্য ও আলোর বীজ

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

মহাকালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া 'শ্যাডোভেল' রাজ্যে সূর্য কখনো উঠত না। এই রাজ্যের অধিপতি ছিল মলোক নামের এক ছায়া-দানব, যে মানুষের আনন্দ ও স্বপ্ন গ্রাস করত। এই গ্রামের অদ্ভুত রূপালী চুলের বালিকা লিরার চোখে ছিল দুটি তারার দ্যুতি।

মায়ের অসুখ সারাতে এবং রাজ্যকে মুক্ত করতে লিরা এক উড়ন্ত বাঘ 'নিম্বুস'-এর সাহায্যে অবলিস্ক পর্বতের চূড়ায় রওয়ানা হলো। পথে ছায়াশিকারীদের মায়াজাল ছিন্ন করে এবং মিথ্যাচারী আয়না ভেঙে সে বন্দি সোনালি ফিনিক্স পাখিকে মুক্ত করল।

পর্বতের চূড়ায় যখন মলোক অন্ধকার ধোঁয়া হয়ে লিরাকে গ্রাস করতে এলো, লিরা অবলিস্ক পর্বতের 'আলোর বীজ' বুকে চেপে ধরে বলল, "তুমি শুধু অন্ধকার দিতে পারো, কিন্তু আমরা আলোর স্রষ্টা!" তার চোখের তারা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকময় ঝড়ে মলোক চিরতরে ভস্ম হয়ে গেল এবং শ্যাডোভেল রাজ্যে চিরন্তন সূর্যের সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ল।

> **শিক্ষা:** মনের ভেতরের খাঁটি আলোর এক ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও পৃথিবীর বিশালতম অন্ধকারকে পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৪ • অভিযান ও প্রকৃতি রক্ষা

৪৪. নীলাভুমির হারানো রহস্য

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

শৈলগ্রামের গভীর অরণ্যে অবস্থিত ছিল এক রহস্যময় অঞ্চল—'নীলাভুমি'। সেখানকার মাটি ছিল নীল, আর বাতাসে বইত মিষ্টি সুবাস। কিন্তু প্রচলিত ছিল যে সেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না।

১৩ বছরের ডানপিটে কিশোরী নাবিলা তার বন্ধুদের নিয়ে সেই বনের গভীরে প্রবেশ করল। সেখানে গিয়ে তারা এক প্রাচীন সাধককে দেখল, যিনি নীলাভুমির প্রাণকেন্দ্র 'নীল শিখা' রক্ষা করছেন। সাধু জানালেন, শিখার তেল ফুরিয়ে আসছে; পাহাড়ি নীল পদ্মের পরাগ না দিলে এই শিখা নিভে নীলাভুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

নাবিলা ও তার বন্ধুরা দুর্গম গিরিখাদ থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নীল পদ্মফুল সংগ্রহ করে আনল। পদ্মের পরাগ ছড়াতেই নীল শিখা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং পুরো অরণ্য আলোয় ভরে গেল। সাধু তাদের সাহসিকতার প্রশংসা করলেন। নাবিলা গ্রামে ফিরে প্রমাণ করল—অজানাকে ভয় না পেয়ে ভালোবেসে রক্ষা করাই বীরত্ব।

> **শিক্ষা:** অজানার প্রতি অযথা ভয় ত্যাগ করে সাহস ও একতার মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৫ • প্রেম ও আত্মিক রূপান্তর

৪৫. শয়তানের নিশ্বাস

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

প্রাচীনকালে অন্ধকার উপত্যকার এক বরফশীতল গুহায় বাস করত এক ভয়ঙ্কর অপশক্তি, যার নাম ছিল আজাজেল। তার শিং দুটো চাঁদের মতো জ্বলত এবং হৃদয় ছিল বরফের চেয়েও কঠিন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে ধ্বংসের নিশ্বাস ছড়িয়ে বিশ্বকে নিস্তেজ করে রেখেছিল।

সেই উপত্যকায় প্রবেশ করল তরুণী ইলিয়ানা, যার জাদু ছিল ভালোবাসা ও প্রাণের। ইলিয়ানা এসেছিল 'চিরন্তন জীবনের ফুল' ফোটাতে। আজাজেল তার পথ রোধ করতে এলে ইলিয়ানা অস্ত্র না তুলে পরম মমতায় আজাজেলের বরফ হৃদয়ে হাত রাখল।

শতাব্দীর বরফ গলে আজাজেল প্রথমবারের মতো উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। আজাজেল তার ক্রোধ ত্যাগ করে ইলিয়ানাকে চিরন্তন ফুলের কাছে নিয়ে গেল। ফুলটি প্রস্ফুটিত হতেই অন্ধকার উপত্যকায় নন্দনকানন গড়ে উঠল। আজাজেলের নিশ্বাস এখন আর ধ্বংসের কারণ নয়, তা হয়ে উঠল নতুন প্রাণের সঞ্জীবনী সুবাস।

> **শিক্ষা:** চরম হিংসা ও কাঠিন্যকেও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও মমতার স্পর্শ দিয়ে জয় করা সম্ভব।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৬ • অন্তরের শুভ্রতা

৪৬. অন্ধকারের রাজকুমার

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

এক অভিশপ্ত কালো দুর্গে বাস করত অন্ধকারের রাজকুমার ছায়ন। এক প্রাচীন অভিশাপে তার পুরো শরীর ছিল রাতের মতো কালো এবং চোখ দুটো ছিল জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল। কিন্তু তার হৃদয় ছিল ফুলের মতো কোমল। রাজ্যের মানুষ কেবল তার বাহ্যিক রূপ দেখে তাকে ভয় পেত ও ঘৃণা করত।

এক রাতে ছায়ন দস্যুদের হাত থেকে রাজ্যের রাজকন্যা দীপ্তিকে উদ্ধার করল। দীপ্তি ছায়নের চোখের গভীরে কোনো হিংসা দেখল না, দেখল কেবল নিঃসঙ্গতার গভীর কান্না। তাদের মাঝে অকৃত্রিম ভালোবাসা গড়ে উঠল। কিন্তু সমাজ ছায়নকে মেনে নিতে চাইল না।

তখন এক প্রবীণ জ্ঞানী সন্ন্যাসী সকলকে বোঝালেন—"মানুষের পরিচয় তার চামড়ার রঙে নয়, তার অন্তরের আলোয়।" রাজা প্রতাপ নিজের ভুল বুঝতে পেরে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। ছায়ন ও দীপ্তি মিলে অন্ধকার বনে গড়ে তুলল সাম্য ও ভালোবাসার এক আলোকিত শান্তিময় রাজ্য।

> **শিক্ষা:** বাহ্যিক রূপ দিয়ে কোনো মানুষকে বিচার করা অন্যায়; পবিত্র হৃদয় ও উত্তম কর্মই মানুষের আসল সৌন্দর্য।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৭ • ত্রয়োপর্ব মহাকাব্য • রোমাঞ্চ ও মহাজাগতিক যুদ্ধ

৪৭. চন্দ্রলোকে রক্তপাত (ত্রয়োপর্ব সমগ্র)

[পর্ব ১: শান্ত চন্দ্রলোকের প্রথম রক্তপাত]
চন্দ্রলোকের শীতল সাদা বালিতে কখনো কারও মৃত্যু ঘটেনি। কিন্তু এক রাতে চন্দ্রলোকের অধিপতি চন্দ্রা ধ্যানে বসে ছন্দপতন অনুভব করলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর অরুণ এক রূপালী ছুরির আঘাতে নিহত হয়েছে এবং তার শরীর থেকে নীল রক্ত ঝরছে। লাশের পাশে পাওয়া গেল পৃথিবীর কিছু কালচে নুড়ি পাথর। চন্দ্রকন্যা অরুণিমা শপথ নিল প্রিয়তমের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে পৃথিবীতে যাবে।

[পর্ব ২: পৃথিবীর মানচিত্র ও জাদুকর জাবানের ষড়যন্ত্র]
মায়াবী স্ফটিক 'মণি' হাতে অরুণিমা পৃথিবীর এক সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে পৌঁছাল। সেখানে এক গভীর গুহায় সে পৃথিবীর শক্তিশালী কালো জাদুকরদের নেতা জাবানকে দেখতে পেল। অরুণিমা জানতে পারল, জাবান চন্দ্রলোকের শীতল হাওয়া শোষণ করে এক বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির ষড়যন্ত্র করছিল, যা অরুণ জেনে ফেলায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। অরুণিমার চোখের অশ্রু পৃথিবীতে পড়ে এক বিশেষ বিষাক্ত-ঔষধি ঘাসের জন্ম দিল।

[পর্ব ৩: প্রেমের ফাঁদ ও চন্দ্রকন্যার চূড়ান্ত বিজয়]
অরুণিমা মানবী রূপ ধারণ করে জাবানের সামনে হাজির হলো। জাবান তার রূপে মোহিত হয়ে তাকে গুহায় নিয়ে এলো। অরুণিমা সেই বিশেষ ঘাস দিয়ে এক বিশেষ ভোজ তৈরি করে জাবানকে খাওয়াল, যা পৃথিবীর মানুষের জন্য মারাত্মক বিষ কিন্তু চন্দ্রবাসীর জন্য সঞ্জীবনী। বিষের প্রভাবে জাবানের শরীর পাথরে পরিণত হয়ে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল। অরুণিমা চন্দ্রলোকে ফিরে এলো এবং চন্দ্রলোক আবার এক মুক্ত, বিজয়ী শান্তিময় জগতে পরিণত হলো।

> **শিক্ষা:** বিশ্বাসঘাতকতা ও অবৈধ সাম্রাজ্যবিস্তারের ষড়যন্ত্র কখনো সফল হয় না; সত্য ও ন্যায়ের লড়াইয়ে নিষ্ঠাবানরাই জয়ী হয়।

গল্প ৪৮ • নির্মল হৃদয় ও প্রকৃতির রহস্য

৪৮. মায়াবী বনের গোপন চাবি

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

রহস্যঘেরা 'নিদ্রাবতী বন'—যেখানে প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ পথ হারিয়ে আর ফেরে না। কিন্তু এই বনের ভেষজ সংগ্রাহকের ছোট্ট মেয়ে তিতলি বনের প্রতিটি গাছ, পাখি ও বাতাসের ভাষা বুঝতে পারত। সে জানত বনের গভীরে লুকানো আছে স্ফটিকস্বচ্ছ এক সঞ্জীবনী ঝরনা, যার জল পান করলে সব রোগ ও কষ্ট দূর হয়।

গ্রামের এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের কাতর অনুনয়ে তিতলি তাকে সেই ঝরনার সন্ধানে নিয়ে গেল। কোনো মানচিত্র নয়, তিতলির গোপন চাবি ছিল তার নির্মল হৃদয়। সে বটবৃক্ষকে জিজ্ঞেস করল পথ, পাখির গানের সুরে বুঝল বাঁক, আর সুবাসিত শাপলার ঘ্রাণ শুঁকে পৌঁছে গেল গুহার মুখে।

গুহার বিশাল পাথরে তিতলি হাত রাখতেই পাথরটি সরে গেল এবং ঝরনার ঝলমলে আলো বেরিয়ে এলো। বৃদ্ধ মানুষটি জল পান করে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলেন। তিতলি সবাইকে জানিয়ে দিল—এই ঝরনার পথ কোনো পেশিশক্তি দিয়ে পাওয়া যায় না, এর একমাত্র চাবি হলো প্রকৃতির প্রতি অকপট প্রেম ও নির্মল মন।

> **শিক্ষা:** অহংকার ও শক্তি দিয়ে প্রকৃতির অমূল্য রহস্য জয় করা যায় না; নিষ্পাপ হৃদয় ও মমত্ববোধই সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।

❦ ❦ ❦

গল্প ৪৯ • কল্পবিজ্ঞান ও ভালোবাসা

৪৯. জেমিনি-৭: মহাজাগতিক ভালোবাসা

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

মহাশূন্যের নীলিমায় ভাসমান ভিনগ্রহের উন্নত মহাকাশযান 'জেমিনি-৭'-এর বৈজ্ঞানিক গবেষক এ্যাস্ট্রা। তাদের গ্রহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চরম শিখরে পৌঁছালেও 'ভালোবাসা' নামক অনুভূতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তারই খোঁজে এ্যাস্ট্রা পৃথিবীতে এলো।

পৃথিবীর প্রাচীন এক কেল্লার ধ্বংসাবশেষে প্রত্নতত্ত্ববিদ অরুণের সাথে এ্যাস্ট্রার দেখা হলো। প্রাচীন কেল্লার ভেতর লুকানো মহাজাগতিক এনার্জি ক্রিস্টাল উদ্ধার করতে গিয়ে তারা এক অশুভ সন্ত্রাসী চক্রের মুখোমুখি হলো। অরুণ নিজের জীবন বাজি রেখে এ্যাস্ট্রাকে রক্ষা করল।

এই আত্মত্যাগের মুহূর্তে এ্যাস্ট্রা অনুভব করল ভালোবাসার অপার শক্তি—যা কোনো গাণিতিক সূত্রে মাপা যায় না। মিশন শেষে যখন এ্যাস্ট্রার মহাকাশযানে ফেরার সময় হলো, সে অরুণের হাত ধরে বলল, "ভালোবাসার কোনো সীমানা নেই।" অরুণ সানন্দে তার হাত ধরল এবং দুজনে মিলে মহাবিশ্বের নতুন দিগন্তে পাড়ি জমাল।

> **শিক্ষা:** ভালোবাসা ও পারস্পরিক ত্যাগই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন, যা সমস্ত প্রযুক্তি ও সীমানার উর্ধ্বে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫০ • অন্ধকারের অবসান

৫০. এথারিয়ার লণ্ঠন

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

এথারিয়া রাজ্যে সূর্যের আলো পৌঁছাত না; আকাশ ছিল মায়াবী নীল আলোয় ঢাকা। রাজ্যের শান্তি রক্ষা করত 'এথারিয়ার লণ্ঠন', যার ভেতর জ্বলত প্রাচীন আত্মত্যাগী ড্রাগনের হৃদস্পন্দন থেকে সৃষ্ট চিরন্তন অগ্নি। বংশপরম্পরায় এই লণ্ঠনের রক্ষক ছিল তরুণী এলেনার পরিবার।

এক অমাবস্যায় অন্ধকার জগতের এক ছায়া-অপশক্তি লণ্ঠনটি ছিনিয়ে নিয়ে হিমেল পাহাড়ের গুহায় বন্দি করে ফেলল। রাজ্য ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। এলেনা তার পূর্বপুরুষদের মন্ত্র ও স্ফটিকের আলো দিয়ে বরফের দেয়াল ও বিষাক্ত মাকড়সার গুহা পার হয়ে ড্রাগনের গুহায় পৌঁছাল।

সেখানে গিয়ে এলেনা দেখল লণ্ঠনের আলো নিভে গেছে। প্রাচীন কিতাবের উপদেশ মনে করে এলেনা গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের উষ্ণতা দিয়ে লণ্ঠনটি স্পর্শ করল। অমনি ড্রাগনের হৃদস্পন্দন জেগে উঠল এবং লণ্ঠনের পবিত্র আগুনে ছায়া-সত্তা ভস্ম হয়ে গেল। এলেনা লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরতেই পুরো এথারিয়া রাজ্য আবার চিরন্তন আলোয় ঝলমল করে উঠল।

> **শিক্ষা:** গভীর আত্মবিশ্বাস, পূর্বপুরুষের আদর্শ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উত্তাপ যেকোনো অন্ধকারের শক্তিকে জয় করতে পারে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫১ • বীরত্ব ও অশুভের বিনাশ

৫১. রক্তবীজ ও অপশক্তির বিনাশ

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

প্রাচীন অরণ্যের গভীরে রক্তচক্ষু এক জাদুকর 'কালোভস্ম' নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তৈরি করেছিল এক রক্তখেকো গাছ—'রক্তবীজ'। তার লাল পাতা ও মিষ্টি সুবাসে পথচারীরা আকৃষ্ট হয়ে গাছের শিকড়ে প্রাণ হারাত। তরুণ শিকারী রফিক তার বন্ধুদের হারিয়ে এই অপশক্তিকে বিনাশের সংকল্প নিল।

বনের এক বিজ্ঞ প্রবীণ সাধক রফিককে জানালেন—কালোভস্ম তার মূল প্রাণশক্তি সমুদ্রের অতল গুহার এক জাদুকরি শামুকে লুকিয়ে রেখেছে। রফিক বহু ঝড়-তুফান পাড়ি দিয়ে মহাসমুদ্রের গভীর গুহা থেকে সেই নীল আলোর শামুকটি উদ্ধার করল।

রফিক অরণ্যে ফিরে এসে সেই শামুকটি সজোরে রক্তবীজ গাছের কাণ্ডে ছুড়ে মারল। বিকট শব্দে শামুক ভেঙে যেতেই জাদুকরের প্রাণশক্তি ছাই হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল এবং রক্তবীজ গাছটি এক শুকনো নির্জীব কাঠে পরিণত হলো। অরণ্যে আবার শান্তি ফিরে এলো।

> **শিক্ষা:** যেকোনো দুষ্ট ও ক্ষতিকর শক্তির মূলে আঘাত না করলে সমস্যা নির্মূল হয় না; অদম্য সাহসই সত্যের জয় নিশ্চিত করে।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫২ • রূপকথার মায়াজাল

৫২. পরীদের রানী বিলকিস: আফসানাহ সাম্রাজ্যের উপাখ্যান

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

পরীদের জাদুকরি রাজ্য 'আফসানাহ' (গল্পের জগত)-এর সিংহাসনে আসীন ছিলেন অপরূপা পরীরানী বিলকিস। তাঁর কণ্ঠের গান শুনলে বসন্তের ফুলেরা হাসত এবং পাহাড়ের বরফ গলে ঝরনা বইত। কিন্তু 'কহর' (ক্রোধ) নামের এক হিংসুক জাদুকর কালো জাদু দিয়ে আফসানাহর অর্ধেক বাসিন্দাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল এবং ফুল ও ঝরনা শুকিয়ে দিল।

রানী বিলকিস তাঁর বিশ্বস্ত জোনাকি বন্ধু 'নূর'-কে সাথে নিয়ে দুর্গম পর্বতের শিখরে 'শাশ্বত আলোর ফুল'-এর সন্ধানে যাত্রা করলেন। ছায়ামানব ও মন্ত্রমুগ্ধ বৃক্ষের বাধা পেরিয়ে বিলকিস পর্বতের শিখরে পৌঁছে ফুলটি স্পর্শ করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সেই ফুল থেকে বিচ্ছুরিত আলোকময় তরঙ্গে কহরের কালো জাদু ধুয়ে-মুছে গেল। নিদ্রিত পরীরা জেগে উঠল, গাছে গাছে ফুল ফুটল এবং আফসানাহ সাম্রাজ্যে আবার ভালোবাসার সুর বেজে উঠল। পরীরা জানল—ভালোবাসাই হলো মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাদু।

> **শিক্ষা:** ক্রোধ ও হিংসা সাময়িক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞা ও অকৃত্রিম ভালোবাসার আলো সবসময়ই বিজয়ী হয়।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫৩ • অতিপ্রাকৃতিক রোমাঞ্চ ও আধ্যাত্মিক রহস্য

৫৩. ভয়ের রাত: মহাকালের প্রহরী

তৃতীয় খণ্ড: রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞান

নববিবাহিত শাহেদ ও রিয়া পাহাড়ি রিসোর্টে হানিমুনে গিয়েছিল। রিয়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম চাইল; কিন্তু ২০ মিনিট পর ফিরে এসে শাহেদ দেখল রিয়ার হাতে চকলেট এবং তার চোখ দুটো কেমন যেন অচেনা ও মায়াবী! বাড়ি ফেরার পর থেকেই রিয়ার আচরণে শুরু হলো অতিপ্রাকৃতিক রূপান্তর—সে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে এবং ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে হেঁটে বেড়ায়।

সব ডাক্তার যখন ব্যর্থ হলো, তখন এক প্রজ্ঞাবান আধ্যাত্মিক আলেম শাহেদকে এক গোপন চিঠি দিয়ে বললেন, "গভীর রাতে ঘন জঙ্গলের তিন রাস্তার মোড়ে যে রহস্যময় টমটম আসবে, তার চালকের হাতে এই চিঠি দিতে হবে।" শাহেদ জ্বলন্ত চোখের হিংস্র প্রাণীদের ভয় উপেক্ষা করে মধ্যরাতে সেই স্থানে গেল।

রাত আড়াইটায় আসা টমটমের চালক ছিলেন মূলত 'মহাকালের প্রহরী'—যিনি সময়ের ভারসাম্য রক্ষা করেন। তিনি চিঠিটি গ্রহণ করতেই শাহেদ এক নতুন পরীক্ষায় পড়ল। রিয়ার রূপ ধরা শত শত বছরের পুরোনো 'সময়-খেকো' অশুভ শক্তি শাহেদকে ভয় দেখাল। কিন্তু শাহেদ নির্ভীক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—"আমি সত্যের পথে আছি, আমি ভয় পাই না!"

মুহূর্তেই সব অশুভ মায়াজাল ছিন্ন হয়ে গেল। ভোরে ঘরে ফিরে শাহেদ দেখল রিয়া শান্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুমিয়ে আছে। ঈমানের দৃঢ়তা ও সাহস দিয়ে শাহেদ অন্ধকারকে পরাস্ত করল।

> **শিক্ষা:** সত্যের পথে অবিচল থেকে অন্তরের ভয়কে জয় করতে পারলে কোনো অদৃশ্য অপশক্তিই মানুষের ক্ষতি করতে পারে না।

চতুর্থ খণ্ড

পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আখ্যান

হযরত সুলাইমান (আ.) ও রানী বিলকিসের ইতিহাস, পিপড়াদের প্রজ্ঞাবতী রানী, মানব সৃষ্টির সূচনা, অহংকারের পতন এবং প্রাক-মানব যুগের আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

গল্প ৫৪ • ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক আখ্যান

৫৪. রানী বিলকিস: সাবার যাদুকরী রাজত্ব ও হযরত সুলাইমান (আ.)

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক ও আত্মিক আখ্যান

প্রাচীন যুগে ইয়েমেনের সাবা রাজ্যে শাসন করতেন মহীয়সী রানী বিলকিস। তাঁর ছিল রত্নখচিত এক অভূতপূর্ব সিংহাসন এবং ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ এক পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য। কিন্তু তারা একত্ববাদী আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের পূজা করত।

এদিকে ফিলিস্তিনে আল্লাহর মহান নবী ও বাদশাহ হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) জিন, মানুষ ও পশুপাখির ভাষা বুঝতেন এবং তাদের ওপর শাসন করতেন। তাঁর বিশ্বস্ত হুদহুদ পাখি সাবা রাজ্যের এই সংবাদ এনে দিলে সুলাইমান (আ.) রানী বিলকিসের কাছে আল্লাহর নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠালেন।

রানী বিলকিস প্রথমে মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে সুলাইমানের সংকল্প পরীক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু সুলাইমান (আ.) সব উপহার ফিরিয়ে দিয়ে সত্যের পথে আসার আহ্বান জানালেন। এদিকে সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে এক আল্লাহর ওলি চোখের পলক ফেলার আগেই দূরবর্তী সাবা রাজ্য থেকে বিলকিসের বিশাল সিংহাসন সুলাইমানের দরবারে হাজির করে দিলেন!

রানী বিলকিস সুলাইমানের দরবারে এসে নিজের সিংহাসন ও সুলাইমানের স্ফটিকস্বচ্ছ মহলের প্রজ্ঞা দেখে চমৎকৃত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন পার্থিব ধনসম্পদই সব নয়, একমাত্র আল্লাহই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সুলাইমান (আ.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্ববাদের আলোয় রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

> **শিক্ষা:** পার্থিব ক্ষমতা ও ধনসম্পদের চেয়ে ঈমান ও সত্যের পথই সর্বোত্তম। অহংকার ত্যাগ করে সত্যকে মেনে নেওয়াই মহত্ত্ব।

গল্প ৫৫ • প্রজ্ঞা ও মমত্ববোধ

৫৫. নবী সুলাইমান (আ.) ও পিপড়াদের প্রজ্ঞাবতী রানী

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক ও আত্মিক আখ্যান

এক সুবিশাল উপত্যকায় বাস করত লক্ষ কোটি সুশৃঙ্খল পিপড়া। তাদের রানী ছিলেন পরম প্রজ্ঞাবতী এক বৃদ্ধা পিপড়া, যার নাম ছিল জ্ঞানীমা। হাজার বছর ধরে তিনি তাঁর প্রজাদের সুখে-দুঃখে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।

একদিন সেই উপত্যকা দিয়ে আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিক্রম করছিলেন। বিশাল বাহিনীর পদধ্বনি শুনে পিপড়াদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রানী জ্ঞানীমা উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন—"হে আমার পিপড়ারা! তোমরা দ্রুত গর্তে প্রবেশ করো, যাতে সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী না জেনে তোমাদের পদদলিত না করে ফেলে!"

সুলাইমান (আ.) বহুদূর থেকেই ক্ষুদ্র পিপড়া রানীর এই সচেতন ও মমতাময়ী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি মুচকি হাসলেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিলেন এবং পিপড়া রানীর প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টির প্রতিও সম্মান প্রদর্শনের এই ঘটনা ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

> **শিক্ষা:** ক্ষুদ্রতম সৃষ্টির প্রতিও দয়া প্রদর্শন এবং প্রজাদের সুরক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকাই প্রকৃত নেতার লক্ষণ।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫৬ • মানবজাতির সূচনা

৫৬. স্রষ্টার সৃষ্টি: আদি পিতা আদম ও হাওয়া (আ.)

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক ও আত্মিক আখ্যান

সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আল্লাহ তায়ালা যখন মহাবিশ্ব, আকাশ, পৃথিবী ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতি প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন রঙের সুগন্ধি মাটি সংগ্রহ করে এক নিখুঁত অবয়ব তৈরি করলেন এবং তাতে নিজের বিশেষ রুহ ফুঁকে দিলেন। জন্ম নিলেন প্রথম মানুষ—হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। পরবর্তীতে তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করতে আল্লাহ তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন মা হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে। তাঁরা পরম শান্তিতে জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন।

কিন্তু শয়তান ইবলিসের প্ররোচনায় একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল আস্বাদন করায় তাঁদের জান্নাতের বিশেষ পোশাক খসে পড়ে এবং আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুল করে মানবজাতির বংশবৃদ্ধির জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আরাফাতের ময়দানে বহু বছর পর আদম ও হাওয়ার পুনর্মিলন ঘটে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় বিশ্বজুড়ে মানব সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল পদযাত্রা।

> **শিক্ষা:** ভুল মানুষের স্বভাবজাত, কিন্তু অহংকার না করে আন্তরিক তওবা ও ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়াই জীবনের আসল লক্ষ্য।

❦ ❦ ❦

গল্প ৫৭ • অহংকারের পতন

৫৭. সৃষ্টি রহস্য: অহংকার ও ইবলিসের পতন

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক ও আত্মিক আখ্যান

আদম (আ.) সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর সৃষ্টিজগতে আযাযিল নামের এক জিন সাধক ছিল। সে এত বেশি ইবাদত ও জ্ঞান অর্জন করেছিল যে, ফেরেশতারাও তাকে সম্মান করত এবং সে ফেরেশতাদের শিক্ষক হিসেবে গণ্য হতো।

কিন্তু যখন আল্লাহ আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করে সব ফেরেশতা ও আযাযিলকে আদমের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখন সব ফেরেশতা আল্লাহর আদেশে বিনম্র মস্তকে সিজদা করলেন। কিন্তু আযাযিল উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে অহংকার করে বলল, "আমি আগুন থেকে তৈরি, আর আদম মাটি থেকে। আগুন মাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি কেন তাকে সিজদা করব?"

এই চরম অহংকার ও স্রষ্টার আদেশ অমান্যের ফলে আযাযিল সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে চিরতরে অভিশপ্ত 'ইবলিস শয়তান'-এ পরিণত হলো। সে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ চাইল। অহংকারের বিষ কীভাবে হাজার বছরের ইবাদতকেও মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দেয়, ইবলিসের পতন তার চিরন্তন প্রমাণ।

> **শিক্ষা:** অহংকারই সমস্ত পাপ ও পতনের মূল। হাজার বছরের জ্ঞান ও সাধনাও অহংকারের কারণে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়।

গল্প ৫৮ • প্রাক-মানব যুগের ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

৫৮. প্রাক-মানব যুগ: জিন জাতির ইতিহাস ও আযাযিল

চতুর্থ খণ্ড: পৌরাণিক ও আত্মিক আখ্যান

মানবজাতি সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করত ধোঁয়াহীন প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে তৈরি জিন জাতি। তারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে রাজ্য পরিচালনা করত।

কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ, রক্তপাত ও চরম অনাচার ছড়িয়ে পড়ল। পাপিষ্ঠ জিনেরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার শুরু করল এবং পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল জ্বেলে দিল। তখন আল্লাহর আদেশে শক্তিশালী ফেরেশতা বাহিনী নিয়ে আযাযিল পৃথিবীতে নেমে এসে সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুষ্ট জিনদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ করল এবং তাদের বিতাড়িত করে শান্তি ফিরিয়ে আনল।

এই বিজয়ের কারণে আযাযিলের মনে জন্ম নিয়েছিল সূক্ষ্ম আত্মঅহংকার—যে সে একাই বিশ্বকে উদ্ধার করেছে! এই গুপ্ত অহংকারই পরবর্তীতে আদম সৃষ্টির সময় প্রকাশ পেয়ে তার চিরস্থায়ী পতনের কারণ হয়েছিল। ইতিহাস আমাদের শেখায়—নিজের কৃতকর্মের বড়াই করা মানুষের আত্মিক বিনাশ ডেকে আনে।

> **শিক্ষা:** যেকোনো সাফল্যের মূল নিয়ামক মহান স্রষ্টা। নিজের শক্তি ও বিজয়ের অহংকার মানুষকে অন্ধ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।